উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

প্রথম সেমেস্টার

উপন্যাস ও ছোটগল্পের তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক পরিচিতি

ঐচ্ছিক পত্র – ১০৫

পর্যায় – খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:
The Registrar,
University of North Bengal,
Raja Rammohunpur,
P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,
West Bengal, Pin-734013,
India.
Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008
Fax: (0353) 2776313, 2699001
Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in
Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

<u>পর্যায় - ক</u>

একক ১ - বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

একক ২ - উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ

একক ৩ – উপন্যাসের উপাদান

একক ৪ – বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আঞ্চলিক ও সামাজিক উপন্যাসের আলোচনা।

একক ৫ – বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসের আলোচনা

একক ৬ – বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক ও চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসের আলোচনা

একক ৭ – বাংলা উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যায় আলোচনা

<u>পর্যায় – খ</u>

একক ৮ – ছোটগল্পের উদ্ভব

একক ৯ – ছোটগল্প এবং অন্যান্য সাহিত্যরীতি

একক ১০ – বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প এবং রবীন্দ্রনাথ

একক ১১ – বনফুলের ছোটগল্প – নির্মাণ ও ভাবনায় নূতনত্ব

একক ১২ – কল্লোলগোষ্ঠীর ছোটগল্প

একক ১৩ – বাংলা ছোটগল্পে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

একক ১৪ – দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবর্তী ছোটগল্প

ঐচ্ছিক পত্র – ১০৫ উপন্যাস ও ছোটগল্পের তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক পরিচিতি

পর্যায় - খ

একক ৮ : ছোটগল্পের উদ্ভব, ছোটগল্পের সূচনা – সংজ্ঞা,বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাগ।

একক ৯ : ছোটগল্প এবং অন্যান্য সাহিত্যরীতি - ছোটগল্পের বৃত্তনির্মান, ছোটগল্পের ভাষা, ছোট গল্পের সূচনা ও সমাপ্তি, উপন্যাস ও ছোটগল্প, ছোটগল্প ও একাঙ্ক নাটক, ছোটগল্প ও অণুগল্প

একক ১০ : বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও রবীন্দ্রনাথ, পর্ববিভাগ

একক ১১ : বনফুলের ছোটগল্প – নির্মাণ ও ভাবনায় নূতনত্ব

একক ১২ : কল্লোলগোষ্ঠীর ছোটগল্প - কল্লোল গোষ্ঠীর কয়েকজন বিশিষ্ট গল্পকার

একক ১৩ : বাংলা ছোটগল্পে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

একক ১৪ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবর্তী ছোটগল্প - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কয়েকজন বিশিষ্ট ছোটগল্পকার

একক ৮ - ছোটগল্পের উদ্ভব

বিন্যাস ক্রম

৮.১ : বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সূচনা

৮.২ : ছোটগল্পের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য

৮.৩ : ছোটগল্পের শ্রেণিবিভাগ

৮.৪ : প্রশ্নোত্তর

৮.৫ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

৮.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

৮.১ : বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সূচনা

বাংলা সাহিত্য প্রকরণ গুলির মধ্যে ছোটগল্প অপেক্ষাকৃত নবীন। আধুনিক ছোট গল্পের জনকপ্রতীম মার্কিন লেখক এডগার অ্যালান পো'র সংজ্ঞানুসারে ছোটগল্প হল – 'Prose-tale' যা এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করা যায়। প্রাচীনকাল থেকে গল্প বলার ও শোনার প্রবৃত্তি ছিল, রাজা- রানী, রুপকথার গল্প প্রচলিত ছিল যা এক বিচিত্র স্বপ্নের জগতে নিয়ে যেত, আধুনিক ছোটগল্পের বীজ নিহিত ছিল নীতি কাহিনী, রূপকথা, ফোকটেল ইত্যাদির মধ্যে।যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজা- রানী, দৈত্য-দানবের কাহিনীর পরিবর্তে মানুষের জীবনে সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম ঘটনা, সুখ-দুঃখের কাহিনী ছোট গল্পের বিষয় হিসেবে উঠে আসে।

মুদ্রণ যন্ত্রের আবির্ভাব, গদ্য সাহিত্যের উন্মেষ বাংলা সাহিত্য জগতে আমূল পরিবর্তন আনে। বাংলা ছোটগল্পের প্রস্তুতিপর্ব উনিশ শতকের প্রারম্ভে। উপকথা, নীতিকথা মূলক গল্প বহু প্রাচীন থেকে প্রচলিত ছিল; 'ঈশপের গল্প', 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ' গল্পের আভাস মেলে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগে ভুবনের গল্পের মধ্যে ছোট গল্পের পূর্বাভাস পাওয়া যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ছোটগল্প বিকাশের পথে অগ্রসর হয় এবং এই সময় যেসব গল্প উঠে আসে সেগুলি হল পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'মধুমতি' গল্প। 'কুসুমকুমারী' এবং 'নিদ্রিত প্রণয়' গল্প দুটির রচয়িতার নাম মেলেনা। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখা 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' 'দামিনী', রামগতি ন্যায়রত্নের লেখা 'মজলিসী গল্প' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'ভিখারিনী' তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'ললিত সৌদামিনী'। সুকুমার সেন বলেছেন রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প প্রকাশিত হবার আগে যে সমস্ত গল্প লেখা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে 'দামিনী' শ্রেষ্ঠ। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'ললিত সৌদামিনী'- 'সুখ-দুঃখ'- 'নিধিরাম' গল্প গুলিকে তিনটি গল্প নামে সংকলিত করেছিলেন।

ছোট গল্পের সূচনা পর্বের প্রতিনিধি লেখক হলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। উনিশ শতকে যারা গল্প লিখেছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাদের মধ্যে অন্যতম। 'ফোকলা দিগম্বর', 'মুক্তামালা' 'ডমরুচরিত' উল্লেখযোগ্য। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্প সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী বলেছেন –

"বাংলা সাহিত্যে গদ্য- শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ কোন উদ্দেশ্যমূলক রচনার স্রষ্টা নন- এদেশের চিরায়ত গল্প বলিয়ের সহজ উত্তরাধিকারী তিনি; নতুন যুগের শিল্পী হিসেবে তাঁর রচনাশৈলী জ্বালাতপ্ত Satirist এর নয়- বাংলা গল্পে দৃশ্যমান জীবনকে তিনি কৌতুকের স্মিতহাস্যে সঞ্জীবিত করেছেন - ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা গল্পের প্রথম সার্থক হিউমারিস্ট।(বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার)

এরপর উল্লেখ করা যায় স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্পের কথা। তাঁর গল্পগুলি সাহিত্যরস সমৃদ্ধ হলেও বৃত্তান্তমূলক। তার দুটি গল্পগ্রন্থের নাম হল- 'গল্পস্বল্প' এবং 'নবকাহিনী'। তাঁর গল্পে আঙ্গিক সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

জলধর সেন প্রায় ছিয়াশিটি গল্প লিখলেও সেগুলিকে যথার্থ গল্প বলা যাবে না,গল্পগুলি বর্ণনাধর্মী। তাঁর লেখা গল্প সংকলন গুলি হল – 'নৈবেদ্য', 'নতুন ও অন্যান্য গল্প', 'আমার বর ও অন্যান্য গল্প' 'পরান মণ্ডল ও অন্যান্য গল্প', 'আশীর্বাদ', 'এক পেয়ালা চা', 'কাঙ্গালের ঠাকুর', 'মায়ের নাম', 'বড় মানুষ'।

বাংলা সাহিত্যে যথার্থ ছোট গল্পের সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলমে।তার আগে গল্পগুলিকে গল্প লেখার চেষ্টা বলা যেতে পারে,তবে যথার্থ ছোটগল্প নয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্পর্কে বলেছেন-

“রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ফর্ম বা অঙ্গবিন্যাস এর দিক দিয়াও আলোচ্য।ইহার প্রস্তাবনা, উপস্থাপনা, পরিণতি ও উপসংহার কলাকৌশলের দিক দিয়াও যেমন, বিষয় ও রসস্ফূরণের দিক দিয়াও সেইরূপ বিচিত্র। এই রচনারীতির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে নূতন ধারা প্রবর্তন করিলেন, তাহার অনুশীলন সম্প্রসারনের দ্বারাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যিক রবীন্দ্র ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারীরূপে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রবীন্দ্র প্রতিভা এই ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্যে এখনও সজীব আছে ও প্রতিভার স্বধর্ম অনুযায়ী নব নব বিকাশের প্রেরণা যোগাইয়াছে। রবীন্দ্রকাব্য অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ভবিষ্যৎ প্রভাবের দিক দিয়া অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়াছে। আমাদের আধুনিক গল্প লেখকেরা ছোটগল্পের অর্ঘ্য সাজাইয়াই রবীন্দ্র পূজার অধিকারী হইয়াছেন, এ দাবি নিঃসংশয়ে করা চলে।”

৮.২ : ছোটগল্পের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য

ছোটগল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের সৃষ্টি। এডগার অ্যালান পো ছোটগল্প সম্পর্কে বলেছেন- “a brief prose narrative requiring from half an hour to one

or two hours in its perusal.” ছোট গল্প সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ব্রানডার ম্যাথুজ তাঁর ‘The philosophy of the short story' গ্রন্থে বলেছেন -" a short story deals with a single character, a single event,a single emotion or the serious of emotions called forth by a single situation ”

ছোটগল্পের শিল্পরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘বর্ষাযাপন’ কবিতায় বলেছেন-

ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা,
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল
অজ্ঞাত জীবনগুলা অক্ষত কীর্তির ধুলা,
কত ভাব, কত ভয় ভুল-
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝরঝর বরষার মতো-

ক্ষণ অশ্রু ক্ষণ হাসি　　　　পড়িতেছে রাশি রাশি

শব্দ তার শুনি অবিরত।

ছোটগল্প আয়তনে ছোট হবে কিন্ত তার সঠিক আয়তন কি এই নিয়ে অনেক মতবিরোধ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছোটগল্প আয়তনে বড়ো হয় আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে একদমই ছোট, সংক্ষিপ্ত পরিসরে ছোটগল্প জগৎ এবং জীবনের কিছুটা অংশ তুলে ধরে, স্বল্পায়তনের গভীরেই থাকে সম্পূর্ণতা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটগল্প সম্পর্কে বলেছেন- "একটি ক্ষুদ্র আখ্যান – খন্ডে সমগ্র জীবন- তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত করাই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য ও শিল্পরূপের প্রেরণা। এ যেন কথাশিল্পের কারুকার্যখচিত একটি ছোট পাত্রে সমগ্র জীবনপ্রবাহের গতিবেগ ও সমুদ্রাভিসারের ইঙ্গিতটুকু ধরিয়া রাখা; বৃহদাকার ঘটনা ইক্ষু দন্ডের অন্তর্নিহিত সুমিষ্ট রসসারটুকুকে নিষ্কাশন করিয়া বস্তুভার- অসহিষ্ণু অথচ রসপিপাসু ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া ধরা। ছোটোর মধ্যে যে বড়োর বীজ প্রচ্ছন্ন, সমগ্র জীবনের অভিপ্রায় যে দু'একটি ঘটনার রেখাবেষ্টনীর মধ্যে সংহত থাকে,অনেক জল জমিয়া যে এক টুকরো স্বাভাবিকস্বচ্ছ বরফ আমাদের পিপাসা তৃপ্তি ঘটায়- এই নিগূঢ় জীবনসত্যটি ছোটগল্পে বিধৃত।"

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য :

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য আলোচনার মাধ্যমে ছোটগল্পের স্বরূপটি বোঝা যেতে পারে -

ক. ছোট গল্পের মূল ভাব শুরু হয় প্রথম লাইন থেকেই। জীবনের মাঝখান থেকে হঠাৎ তার যাত্রা শুরু এবং জীবনের মাঝখানে নাটকীয় ভাবে তার সমাপ্তি।

খ. অল্প পরিসরে বাহুল্যবর্জিত ভাবে ছোট গল্পের প্রকরণ গড়ে ওঠে।

গ. আয়তনে ছোট হয় বলে ছোটগল্পে বহু চরিত্র থাকেনা, অল্প কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে গল্প বলা হয়ে থাকে।

ঘ. ছোটগল্পে একটিমাত্র ক্লাইম্যাক্স থাকে।

ঙ. ছোটগল্পে স্বল্পপরিসরে আদি মধ্য অন্ত থাকে।

চ. ছোট গল্প শুরু হয় চমকে এবং শেষেও থাকে একটি চমক।

ছ. কাহিনী ও ভাষার কথনের গুণে কখনও কখনও ছোটগল্প গীতি ধর্মী হয়।

জ. ছোটগল্পে যেহেতু দীর্ঘ বর্ণনার অবকাশ নেই তাই সংযত ভাষা, সংকেতময়তা, ইঙ্গিতবাহী শব্দ, সঠিক শৈলী যথার্থ ছোটগল্প সৃষ্টি করে।

৮.৩ : ছোটগল্পের শ্রেণীবিভাগ

ছোটগল্পকে বিষয়গত দিক থেকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়। ছোট গল্পের আলোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র দাশের মতে ছোটগল্পকে যথাক্রমে বারো ও পনেরোটি বিভাগে ভাগ করা যায়।

১. প্রেমমূলক : নর নারীর প্রেম, দাম্পত্য, পরকীয়া ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সম্পর্কের নানা স্তর ভেদ আনন্দ- দুঃখ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, উত্থান- পতন এসব এই শ্রেনীর ছোটগল্পের বিষয়। যেমন-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর ‘সর্পিল'।

২. সামাজিক : এই শ্রেনির গল্পে সামাজিক সমস্যা প্রাধান্য পায়। উদাহরণ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দেনাপাওনা’।

৩. প্রকৃতি ও মানুষ : এই ধরনের গল্পে প্রকৃতি জগতের মধ্যে মানব চরিত্র আঁকা হয়, প্রকৃতি ও মানুষ কোথাও যেন এক হয়ে যায় । উদাহরণ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছুটি', ‘অতিথি'।

৪. অতিপ্রাকৃত : একপ্রকার রহস্য এবং কল্পনার মিশ্রণে মানুষকে শিহরিত করে দেয় যে সব গল্প সেগুলো অতিপ্রাকৃত গল্পের পর্যায়ভুক্ত।যেমন -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ক্ষুধিত পাষান', ও ‘নিশিথে', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘ছায়া' ইত্যাদি।

৫. হাস্যরসাত্মক : সামাজিক অসঙ্গতি, চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন দিক হাসির মাধ্যমে তুলে ধরা হয় এই ধরণের গল্পে। আবার কোথাও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে পাঠক কে সচেতন করে তোলা এই ধরনের গল্পের উদ্দেশ্য।যেমন – প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এর ‘রসময়ীর রসিকতা', সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এর ‘প্যান্টের বোতাম'।

৬. উদ্ভট গল্প : অবাস্তব কাহিনী অবলম্বন করে যখন কোন ফ্যান্টাসি ধর্মী গল্প লেখা হয় তখন তা উদ্ভট শ্রেণীর গল্প। উদা- সত্যজিৎ রায়ের ‘অঙ্ক স্যার'।

৭. সাংকেতিক গল্প : এই ধরণের গল্পে সাধারণত যা বলা হয় তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে কোন প্রতীকী ব্যঞ্জনা। উদা- বিমল করের ‘বাঘ’।

৮. ঐতিহাসিক গল্প : ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যেসব গল্প লেখা হয় তা হল ঐতিহাসিক গল্প। যেমন- শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মৃৎপ্রদীপ’।

৯. বিজ্ঞাননির্ভর : সাইন্স ফিকশন জাতীয় গল্পের অন্তর্গত বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এ ধরণের গল্পে থাকে।উদা- প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘শয়তানের দ্বীপ'।

১০.গার্হস্থ্য বা পারিবারিক জীবন মূলক : সম্পর্কের টানাপোড়েন, পারিবারিক জীবনের সমস্যা নিয়ে যে গল্পগুলি রচিত হয় তা হল পারিবারিক গল্প।যেমন- বনফুলের ‘তিলোত্তমা’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শাস্তি'।

১১. মনস্তাত্ত্বিক গল্প : মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা চরিত্রের অন্তর্জগৎ, যে ধরণের গল্পে প্রকাশ পায় তা হল মনস্তাত্ত্বিক গল্প। যেমন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পোষ্টমাষ্টার’।

১২.মনুষ্যেতর : এই শ্রেনির গল্পে মানুষের পাশাপাশি নানা প্রাণীদের ভূমিকা বড় হয়ে ওঠে।যেমন- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘মহেশ'।

১৩. বাস্তব নিষ্ঠ : কল্পনার বাহুল্যবর্জিত বাস্তবকে কঠোরতার সঙ্গে প্রকাশ করা হয় এ ধরনের গল্পে। যেমন -মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কুষ্ঠরোগীর বৌ’।

১৪. গোয়েন্দা গল্প: প্রধানত হত্যা ও অন্যান্য অপরাধমূলক দোষ এবং তার রহস্য উন্মোচন এই সমস্ত গল্পের বিষয়বস্তু।যেমন -সত্যজিৎ রায়ের 'ফেলুদা', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যোমকেশ বক্সী'র গল্প।

১৫. বিদেশি পটভূমিকা যুক্ত গল্প: বিদেশি পটভূমিতে যখন কাহিনী চিত্রিত করা হয় তখন তা হল বিদেশি পটভূমিকা যুক্ত গল্প।উদা-প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'মাতৃহীন'।

৮.৪ : প্রশ্নোত্তর

১. 'মধুমতী' গল্পটি কার লেখা?

উ: পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের।

২. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের দুটি গল্পের নাম লেখ?

উ: 'মুক্তামালা', 'ডমরুচরিত'।

৩. ছোটগল্পের একটি বৈশিষ্ট্য লেখ;

উ: ছোট গল্প স্বল্পপরিসরের হয় বলে বহু চরিত্রের সমাবেশ নয় বরং অল্প কিছু চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠে।

৪. বাংলা সাহিত্যে প্রথম যথার্থ ছোটগল্প কে লেখেন?

উ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পকে কয়টি শ্রেনিতে ভাগ করেছেন?

উ: বারোটি।

৬. দুটি অতিপ্রাকৃত গল্পের নাম লেখো;

উ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মণিহারা', সত্যজিৎ রায়ের 'নীল আতঙ্ক।

৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী' কি জাতীয় গল্প?

উ: মনুষ্যেতর।

৮.৫ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

১. ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য লেখ, এবং ছোটগল্পকে বিষয়ের দিক থেকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় উদাহরণ সহ লেখো।

৮.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

১. 'বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার' – ভূদেব চৌধুরী।

২. 'সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' – কুন্তল চট্টোপাধ্যায়।

একক ৯ - ছোটগল্প ও অন্যান্য সাহিত্যরীতি

বিন্যাস ক্রম

৯.১ : ছোটগল্পের বৃত্তনির্মান

৯.২ : ছোটগল্পের ভাষা

৯.৩ : ছোট গল্পের সূচনা ও সমাপ্তি

৯.৪ : উপন্যাস ও ছোটগল্প

৯.৫ : ছোটগল্প ও একাঙ্ক নাটক

৯.৬: ছোটগল্প ও অণুগল্প

৯.৭ : প্রশ্নোত্তর

৯.৮ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

৯.৯ : সহায়ক গ্রন্থ

৯.১ : ছোটগল্পের বৃত্তনির্মাণ

উপন্যাসের প্লট এর ন্যায় ছোটগল্পে বৃত্ত নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খন্ডের মধ্যে অখন্ডতা ছোটগল্পে প্রকাশ পায় বলে মূলত ছোটগল্পে আখ্যানের সরলতা লক্ষণীয়। উপন্যাসে যেমন কাহিনী বিন্যাসের দিক দিয়ে সরল ও জটিল বৃত্তের অবস্থান দেখা যায়, তেমনি ছোটগল্পে তিন ধরনের বৃত্ত গঠন দেখতে পাওয়া যায়।

১. Staircase Construction বা সোপানরোহ গঠন

২. Rocket Construction বা চকিতোন্নত গঠন

৩. Circular Construction বা ঘূর্ণরেখ গঠন

১. Staircase Construction বা সোপানরোহ গঠন: যে গঠনে ধাপে ধাপে ঘটনাক্রমের ঊর্ধ্বগতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় তা হল সোপানরোহ গঠন। উদাহরণ – ‘পোস্টমাস্টার’

২. Rocket Construction বা চকিতোন্নত গঠন: যে গঠনে কাহিনী বৃত্ত প্রথমেই প্রবল গতিবেগে চূড়ান্ত শীর্ষে পৌঁছায়, তারপর ধীরে ধীরে সমাপ্তির পথে ধাবিত হয় তাই হল চকিতোন্নত গঠন। যেমন – ‘শান্তি’।

৩. Circular Construction বা ঘূর্ণরেখ গঠন: যে ধরনের বৃত্তে বর্তমান কাহিনীর পাশাপাশি কোন অতীতের কাহিনীও ঘূর্ণায়মান থাকে এবং দুটি বৃত্তই গতিশীল তা হল ঘূর্ণরেখ বৃত্ত।উদাহরণ – ‘ক্ষুধিত পাষাণ’।

এই তিন রকম ইতিবৃত্ত গঠন ছাড়াও সূচনারীতির ভিত্তিতে দু’ভাগে ভাগ করা যায়।

১. এক ধরনের গল্পের শুরুতে পরিস্থিতির বর্ণনা থাকে, যেমন- ‘পোস্টমাস্টার’। আর

২. যে ধরনের গল্পে প্রথমে একটি ঘটনা দিয়ে শুরু হয় এবং কাহিনী প্রস্তুতি পরিচয় পরে দেওয়া হয়। যেমন- ‘কাবুলিওয়ালা’

৯.২ : ছোটগল্পের ভাষারীতি

ছোটগল্পের আয়তন সংক্ষিপ্ত হওয়ায় তার বাক্যবিন্যাস বাহুল্যবর্জিত, ব্যঞ্জনা ধর্মী হয়। ছোট গল্পের ভাষা ও আঙ্গিক এর মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলি আলোচনা করা হল। সমালোচক ডেভিড সিসিলের বয়ানে উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্পের ভাষায় থাকে – “এক কল্পনার বিদ্যুৎ স্রোত’- ‘electrical imaginative current’ যা নির্মাণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। উপন্যাসে ভাষারীতিতে তিনটি ভাগ দেখা যায় – বর্ণনাত্মক রীতি, নাটকীয় রীতি, এবং কাব্যিক রীতি। তবে ছোটগল্পে এই তিনটি

প্রযোজ্য হলেও গল্পকার নিজের মত এই রীতি গুলির মিশ্রণ ঘটিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উন্মেষ পর্বে লেখা ছোটগল্প 'রাজপথের কথা'য় ভাষা সাংকেতিক মাত্রায় পর্যবসিত। 'দেনা পাওনা'য় সামাজিকতার মধ্যে ট্রাজেডি বর্ণনামূলক ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন আবার 'পোস্টমাস্টার' এ আছে ভাষারদীপ্তির চমক। শেষ পর্যায়ের 'ল্যাবরেটরী'তে আছে নাটকীয় রীতি। মায়াময় কাব্যিক রীতির পরিচয় মিলে 'ক্ষুধিত পাষাণ' এবং 'নিশীথে'। 'ক্ষুধিত পাষাণ' এর ভাষারীতি-

"হঠাৎ গুমোট ভাঙিয়া হু হু করিয়া একটা বাতাস দিল- শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং সন্ধ্যাছায়াছন্দ সমস্ত বনভূমি একমুহূর্তে একসঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল।"

রবীন্দ্র পরবর্তী ছোটগল্পে বিষয়ের সাথে ভাষার পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আধুনিক কালে ছোটগল্পের ভাষা নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা বর্তমান।

৯.৩ : ছোট গল্পের সূচনা ও সমাপ্তি

সংক্ষিপ্ত পরিসরে খন্ড জীবনের চিত্র তুলে ধরাই ছোটগল্প। এই ছোট গল্পের শুরুতে অযথা কোনো ভূমিকা বা সুস্পষ্ট সূচনা থাকেনা, মাঝখান থেকে চকিত চমকে ছোটগল্প শুরু হয়। আবার কখনও শুরুতে নাটকীয়তা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' গল্পের সূচনা –"ডাক্তার ডাক্তার! জ্বালাতন করিল"। আবার 'হৈমন্তী' গল্পের সূচনা –"কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না তিনি দেখিলেন মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' গল্পটির সূচনাবাক্য- "মাঝরাতে পুলিশ গাঁয়ে হানা দিল"। তাত্ত্বিক দিক থেকে ছোট গল্পকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. চমকিত সূচনা

২. পূর্ব সূচনা মূলক ছোট গল্প।

ছোটগল্পের সমাপ্তি 'শেষ হয়েও হইল না শেষ' আকস্মিকতা শুরুর মতই শেষেও লক্ষণীয়। মধ্যবর্তিনী গল্পের উপসংহার – " উহারা পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেই রূপ পাশাপাশি শুইল কিন্ত ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না " - বর্ণনাতেই গল্পের সমাপ্তি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের উপসংহারে এক উপলব্ধির ব্যঞ্জনায় গল্পের সমাপ্তি- " যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরের লুকাইয়া 'ভিখু ও পাঁচু' পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকারে তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক। পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তার নাগাল পায় না- পাইবেও না।' আবার 'দেনা পাওনা' গল্পে – "একেবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়" কিংবা 'শাস্তি' গল্পের সমাপ্তিতে 'মরণ' প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক চমকের প্রকাশ ঘটায়।

৯.৪ : উপন্যাস ও ছোটগল্প

সাধারণভাবে বৃহৎ পরিসরে চরিত্র ও ঘটনার প্রসারকে উপন্যাস এবং স্বল্প পরিসরে ঘটনা ও চরিত্রের সমন্বয় ব্যাখ্যাত আখ্যানকে ছোটগল্প বলে মনে করা হলেও তা সঠিক নয়। ছোটগল্প প্রত্যক্ষভাবে স্বতন্ত্র এবং উপন্যাসের সাথে অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। ছোটগল্পকে বড় করে লিখলে যেমন তা উপন্যাস হয়না তেমন উপন্যাসকে ছোট করে লিখলেও তা গল্প হবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ল্যাবরেটরী', 'নষ্টনীড়' ইত্যাদি যেমন আয়তনে বড় কিন্ত তা ছোট গল্পের পর্যায়ভুক্ত।

উপন্যাসে থাকে বহু চরিত্রের সমাবেশ কিন্ত ছোটগল্পে বহু চরিত্রের সমাবেশ থাকেনা। হঠাৎ কোনো এক চমকের দ্বারা ছোট গল্পের আরম্ভ কিন্ত উপন্যাসে চরিত্রের বিশ্লেষণ সামগ্রিক জীবন চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়। উপন্যাসের মূল কাহিনীর পাশাপাশি থাকে উপকাহিনী যা মূল কাহিনীকে স্পষ্ট করে তোলে। কিন্তু ছোটগল্পে তা থাকেনা,

পরিসরের স্বল্পতার জন্য গল্পকারকে অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় সবকিছু বাদ দিয়ে দিতে হয়। উপন্যাসিকের থেকে এক্ষেত্রে গল্পকারের দায়বদ্ধতা বেশি।

৯.৫ : ছোটগল্প ও একাঙ্ক নাটক

প্রাচীনকাল থেকেই গল্প কাহিনী প্রচলিত ছিল কিন্তু তা ছোটগল্প রূপে আবির্ভূত হলো উনিশ শতকের মধ্যভাগে আর একাঙ্ক নাটকের আবির্ভাব উনিশ শতকের শেষে। বাংলা একাঙ্ক নাটকের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য্য ‘একাঙ্ক সঞ্চয়ন গ্রন্থে’ বলেছেন – “একাঙ্ক নাটিকা হচ্ছে সেই শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য যার কার্য একটিমাত্র অঙ্কের পরিসরে এবং স্বল্পায়তনে উপস্থিত হয়।.... একাঙ্কিকার বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য উপস্থাপ্য বিষয়ের বা কার্যের একান্তিক এককত্ব, তাহলে দেখা যাবে স্থান ঐক্য, কাল ঐক্য এবং কার্য ঐক্যের আদর্শ সমন্বয়ের মধ্যে একাঙ্কিকার বিশেষত্ব নিহিত রয়েছে। একটি দৃশ্যপটে দ্রুতগামী ঘটনাকে আশ্রয় করে অল্প চরিত্রের চকিত উন্মোচনের দ্বারা একাঙ্ক নাটক পরিণতিতে পৌঁছায় আর ছোট গল্প স্বল্প সংখ্যক চরিত্রের দ্বারা হঠাৎ চমকে একটি কাহিনী সৃষ্টি করে থাকে যার শেষেও থাকে চমক। এই দিক থেকে ছোট গল্প এবং একাঙ্ক নাটকের মিল থাকলেও একাঙ্ক নাটক এবং ছোট গল্পের মধ্যে কিছু সংরুপগত পার্থক্য বর্তমান। একাঙ্ক নাটক অভিনয়-মঞ্চ -সঙ্গীত- সংলাপ এসব নিয়ে গড়ে ওঠে কিন্তু ছোট গল্প কাহিনী কথন এর মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

৯.৬ : ছোটগল্প ও অণুগল্প

আধুনিককালের সৃষ্টি অনুগল্প ছোটগল্পের থেকেও সংক্ষিপ্ত রূপ।পঞ্চাশ থেকে চারশো শব্দের মধ্যে লেখা হয়ে থাকে অনুগল্প, অনেকে আবার মনে করেন অনুগল্প হবে একশো শব্দের মধ্যে। একঝলকে কোন কাহিনী বা ঘটনাকে রূপকের মাধ্যমে পরিণতি দানই হল অনুগল্প। ক্ষুদ্রতার মধ্যে গভীরতার সন্ধান পাওয়া যায়। অনুগল্পে কোন গল্প থাকতেও পারে আবার নাও পারে কিন্তু তাতে চমক থাকবে। অল্প পরিসরে

কোন গভীর জীবনবোধ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেন লেখক। ছোটগল্পের ন্যায় অণুগল্পেও বর্ণনার বাহুল্য নেই।

৯.৭ : প্রশ্নোত্তর

ক. ছোটগল্পে কয় ধরনের বৃত্ত গঠন দেখতে পাওয়া যায়?

উত্তর- তিন ধরনের

খ. 'ক্ষুধিতপাষাণ' কোন ধরনের বৃত্তের মধ্যে পড়ে?

উত্তর- ঘূর্ণরেখ বৃত্ত।

গ.একটি ছোটগল্প ও একটি একাঙ্ক নাটকের নাম উল্লেখ করো?

উত্তর -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার' একটি ছোট গল্পের উদাহরণ এবং একটি একাঙ্ক নাটক হল মন্মথ রায় 'বিদ্যুৎপর্ণা'।

ঘ. ছোটগল্প ও উপন্যাস এর একটি বৈশিষ্ট্য লেখ?

উত্তর- ছোটগল্পে স্বল্প চরিত্র থাকে অপরদিকে উপন্যাসে থাকে বহু চরিত্রের সমাবেশ।

৯.৮ : আত্মমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন

১.ছোট গল্প এবং উপন্যাসের পার্থক্য আলোচনা করে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

৯.৯ : সহায়ক গ্রন্থ

'সাহিত্যের রূপ ও রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' - কুন্তল চট্টোপাধ্যায়।

একক ১০ - বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও রবীন্দ্রনাথ

বিন্যাস ক্রম

১০.১ : বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও রবীন্দ্রনাথ

১০.২ : পর্ববিভাগ - ১) হিতবাদী সাধনার যুগ, ২) ভারতী সবুজপত্র পত্রিকার যুগ, ৩) তিনসঙ্গীর যুগ

১০.৩ : প্রশ্নোত্তর

১০.৪ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী গ্রন্থ

১০.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

১০.১ : রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রেক্ষাপট

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টির জাদু উপন্যাস কবিতার ন্যায় ছোটগল্পেও বিরাজমান। তার আগে অনেকেই গল্প লেখার প্রয়াস করেন কিন্তু প্রথম সার্থক ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথের কলমে রচিত হয়। পল্লী সমাজের সঙ্গে নিগূঢ় যোগাযোগ, জমিদারি দেখাশোনার কাজে পদ্মা তীরবর্তী এলাকায় পল্লী গ্রামের মানুষজনদের কাছ থেকে দেখা একটি অন্যতম কারণ তার ছোট গল্প লেখার। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন-“ ‘গল্পগুচ্ছে’ বাংলা ছোটগল্প আমিই আরম্ভ করেছিলুম”। ‘ছিন্নপত্র’ রচনাকালে কালে গ্রামের প্রকৃতি মানুষ - তাদের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা লেখক এর জীবনদর্শনের গভীরতায় গল্প আকারে স্থান পেয়েছে তার সাহিত্যে। কালিগ্রাম, পতিসর, সাজাদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণের সময় সেখানকার নানা কাহিনী তার ‘গল্পগুচ্ছ’ এর গল্পের পটভূমি ।

পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের প্রভাব তার গল্পে পড়েছে, ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ স্বীকারোক্তির স্মৃতিকথন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য- “ নানাদিক থেকে বিলেতের আবহাওয়া কাজ চলতে লাগল মনের ওপর। আমার উপর ভার পড়েছিল রোজ সন্ধ্যাবেলায় রাত এগারোটা পর্যন্ত। পালা করে কাব্য নাটক, ইতিহাস পড়ে শোনানো। নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত মেলানো”। রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পের প্লট পাশ্চাত্য গল্পকারের গল্প থেকে সংগৃহীত। এডগার অ্যালান পো’র ‘Gold Bug’ অবলম্বনে ‘গুপ্তধন’ ও ‘The cask of Amontillado' ও‘The tell- tale heart' অবলম্বনে ‘সম্পত্তি সমর্পণ’ ‘Premature Burial' এর অভিজ্ঞতায় ‘জীবিত ও মৃত’ ও ‘মহামায়া’, ‘Ligia' অনুসরণে ‘নিশীথে’ কিংবা‘Thomas anstey Guthrie ‘vice-versa' দেখে ‘ইচ্ছাপূরণ’ ছবিটি বিদেশী গল্প নির্ভর।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি মূলত প্রকাশিত হয়েছিল- ‘ভারতী’, ‘নবজীবন’, ‘বালক', ‘হিতবাদী', ‘সাধনা', ‘সখা ও সাথী’, ‘বঙ্গদর্শন’, ‘প্রবাসী’, ‘সবুজপত্র’, ‘শনিবারের চিঠি’ ‘বিশ্বভারতী’ পত্রিকা প্রভৃতি পত্রিকায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম গল্প ‘ভিখারিনী’। এই গল্পে তার অপরিণত চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। ‘ঘাটের কথা’ ও ‘রাজপথের কথা' গল্প দুটি যথাক্রমে ‘ভারতী’ ও ‘নবজীবন’ পত্রিকায় প্রকাশিত। এই দুটি গল্পকে গল্প লেখার প্রস্তুতিপর্ব বলা যেতে পারে।

১০.২ : পর্ববিভাগ

১) হিতবাদী সাধনার যুগ - এই সময় পর্বের গল্পগুলি হল – ‘ছুটি’, ‘সুভা', ‘নিশীথে’, ‘দেনাপাওনা’, ‘অতিথি’, ‘কাবুলিওয়ালা’ ‘কঙ্কাল’, ‘শাস্তি’, ‘বিচারক’ প্রভৃতি এই পর্বের গল্পগুলিতে একদিকে প্রকৃতি ও মানুষের মেলবন্ধন অন্যদিকে অতিপ্রাকৃত গল্প ;আবার কাবলিওয়ালা অন্তরালে বাৎসল্যের প্রকাশ, ‘অতিথি’র তারাপদ মুক্তপ্রাণ বালক, প্রভৃতি বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে।দ্বিতীয় পর্বের গল্প গুলি হল – ‘হালদার গোষ্ঠী’, ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘পয়লা নম্বর’, ‘অপরিচিতা’, ‘পাত্র ও পাত্রী’, ‘নষ্টনীড়’ - নারীর স্বাধীনচেতনা, মুক্তির দাবি এবং ব্যক্তিত্ব এই পর্যায়ের গল্পে বর্তমান।

তৃতীয় পর্বের গল্প গুলি হল 'তিনসঙ্গী'র তিনটি গল্প। 'রবিবার', 'শেষ কথা', 'ল্যাবরেটরি' - বিজ্ঞান সাধনা প্রকাশিত।

'ছুটি' গল্পে ফটিকের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। পিতৃহীন বালকটি যখন মামাবাড়ি আশ্রয়গ্রহণ করে তখন তাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয় এবং শেষে তার মৃত্যু হয়, পৃথিবী থেকে তার ছুটি হয়। 'অতিথি' গল্পেও প্রকৃতির প্রাধান্য দেখা যায়। প্রধান চরিত্র তারাপদ মোহহীন বালক প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা প্রবল, যে সকলের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে খুব অল্প সময়েই।সে কোথাও থমকে দাঁড়ায়নি, এগিয়ে গেছে অজানাকে উপলব্ধি করার আশায় - বন্ধন থেকে মুক্তি খুঁজে নিয়েছে।'শাস্তি' গল্পে চন্দরা তার স্বামীকে ভালবেসেছিল অন্তর থেকে কিন্তু যখন তার স্বামী তাকে মিথ্যে খুনের দায় নিতে বলে তখন সে গভীর ভাবে আহত হয়। 'নিশীথে' গল্প প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহ করা এক ব্যক্তির মনোবিকারের গল্প। সে নানা রকম কথা আওয়াজ শুনতে পায় তার প্রথম স্ত্রীর, তার মদ্যপানের নেশা তার জীবনকে ছন্নছাড়া করে তোলে। 'কাবুলিওয়ালা'য় এক বৃদ্ধ পিতার পিতৃস্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশত্যাগ করে রাজধানীতে এসে সে নিজের মেয়ের সমবয়সী মিনিকে পরম স্নেহে নিজের মেয়ের মতই ভালোবাসে। এরপর কাবুলিওয়ালা খুনের মামলার শাস্তি পায় এবং মিনির বয়স বাড়ে, তার বিয়ের সময় কাবুলিওয়ালা পৌঁছালেও তাকে তার 'খোকি'র সাথে দেখা করতে দেওয়া হয় না কারণ সে খুনের আসামি কিন্তু সে যখন ময়লা কাগজের ভাজ খুলে দেখায় তাতে ভুসোকালি লাগানো ছোট হাতের ছাপ তখন মিনির বাবা বলে – " আমার চোখ ছল ছল করে এল। আমি ভুলে গেলাম সে একজন কাবুলিওয়ালা, আর আমি একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালি, শুধু মনে হল, সেও পিতা আমিও পিতা।তার পর্বত গৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতী সেই হস্তচিহ্নই আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তাকে তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে নিয়ে এলাম। অন্তঃপুরের অনেক আপত্তি উপেক্ষা করেই।" 'সুভা' গল্পটি একটি বোবা মেয়ের কাহিনি। পল্লী প্রকৃতির প্রতি অমোঘ টান তার। "প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক,

তরুর মর্মর- সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা- আন্দোলন- কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়- উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ ও বিচিত্র ভাষা ইহাও বোবার ভাষা – বড়ো বড়ো চক্ষু পল্লব বিশিষ্ট সুভার যে ভাষা তাহাই একটি বিশ্বব্যপ্ত বিস্তার, ঝিল্লিরপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শতাব্দীতে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গি, সঙ্গীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘশ্বাস।" 'পোস্টমাস্টার' গল্পে পোস্টমাস্টার এবং রতন একে অপরের সুখ দুঃখের সঙ্গী হয়ে উঠলেও রোগাক্রান্ত পোস্টমাস্টার কে রতন সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তুললেও পোস্টমাস্টার যখন শহরে ফিরে যায় তখন সে রতনকে তার সাথে নিয়ে যায়নি। রতনের মনের খবর সে কখনো রাখেনি ।গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সময় পোস্টমাস্টার ভাবে-" জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী, পৃথিবীতে কে কাহার।"

২) ভারতী সবুজপত্র পত্রিকার যুগ - দ্বিতীয় পর্বের গল্প গুলির মধ্যে 'হালদারগোষ্ঠী'তে বনোয়ারিলালের ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহ তার পরিবারের বিরুদ্ধে কারণ রক্ষণশীল বৈষয়িক হালদার গোষ্ঠীর সঙ্গে কোথাও তার মনের মিল ছিল না। শিল্পীমনের সঙ্গে সাংসারিক স্থূলতার দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। যে মুহূর্তে পরিবারের সঙ্গে তার বিদ্রোহ তীব্র রূপ ধারণ করেছে সেই মুহূর্তে তার স্ত্রীও তাকে সমর্থন করেনি। সে আবিষ্কার করলো – "সেই তন্বী তো এখন তন্বী নাই কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনের হালদার গোষ্ঠীর বড় বউয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমরুশতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারীর অন্য সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়াই ভালো। গল্পের শেষে তার চাকরি অন্বেষনের মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র্য ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে। 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীর শ্বশুরবাড়ি একান্নবর্তী পরিবার। হৈমন্তী সত্যবাদী, হাসিখুশী কিন্ত তার স্বামীকে মায়ের আদেশ অনুযায়ী আবার বিয়ে করতে হতে পারে এই সম্ভাবনায় গল্পটি শেষ হয়েছে- "হৈম যে কিরূপে নিরতিশয় ও নিষ্ঠুর রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।" নারীর মর্যাদা ও জাগরনের বিদ্রোহ 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি তৎকালীন সময়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বড় ঘরের বউ মৃণালের শ্বশুরবাড়ীতে

তার বড় জার বোন বিন্দু কে নিয়ে অশান্তি এবং বিন্দুর পাগল বরের সাথে বিয়ের পর তার গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা এসব দেখে মৃনাল চুপ করে থাকে নি, একটি পত্র লিখেছে এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলি থেকে তার মুক্তি হয়েছে। ‘পয়লা নম্বর’ নারী ব্যক্তিত্বের কাহিনী। স্বামী অদ্বৈতচরণের জীবনে নিতান্তই প্রয়োজন অন্যদিকে জমিদার সীতাংশুমৌলি তার কাছে ডাক পাঠিয়েছে, কিন্তু অনিলা ছোটভাই সরোজের আত্মহত্যার পরে নীল কাগজে অদ্বৈতচরণ এবং সীতাংশুমৌলির কাছে চিঠি লিখেছে –“ আমি চললুম আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করো না। করলেও খোঁজ পাবেনা।”অদ্বৈতচরণ বা সীতাংশুমৌলি কাউকেই সে বেছে নেয়নি বেছে নিয়েছে নিজের মুক্তির পথকে, যেখানে তার কাউকে অবলম্বন এর প্রয়োজন নেই।‘নষ্টনীড়’ গল্পে ভূপতি চারুর প্রতি উদাসীন ,কর্ম ব্যস্ততা এবং অমলের প্রতি চারুলতার প্রেম সম্পর্ক তার নীড় নষ্ট করে দেয়।‘অপরিচিতা'গল্পে কল্যাণী পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং নিজে আজীবন কুমারীত্বকে গ্রহন করেছে। ‘পাত্র ও পাত্রী’ গল্পে বৈবাহিক সমস্যা ফুটে উঠেছে। স্ত্রী জাতির প্রতি পুরুষের নির্মম ব্যবহারের প্রতিবাদ এই গল্পে দেখা যায়।

৩) তিনসঙ্গীর যুগ - রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগে লেখা ‘তিনসঙ্গী’ এতে তিনটি গল্প প্রকাশ পেয়েছে। ‘রবিবার’ গল্পে বিভার প্রেম সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। অভি নাস্তিক এবং বিভা আস্তিক্য বোধের মধ্যে লালিত। শেষ পর্যন্ত অভি বিভার অলংকার চুরি করেছে এবং বিলেত যাত্রার সময় জাহাজ থেকে বিভাকে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ও নাস্তিকতা পরিহারের প্রতিশ্রুতি জানিয়েছে। ‘শেষ কথা’ অনেকটা রোমান্সধর্মী। এখানে শেষ পর্যন্ত নায়ক নায়িকার মিলন ঘটেনি নর-নারীর প্রণয় আকর্ষণের মনন দীপ্ত বিশ্লেষণ এই গল্পে দেখা যায়। ‘ল্যাবরেটরি’ র সোহিনী এক অনন্য সৃষ্টি। সোহিনীর স্বামী নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরি তার পুজোর দেবতা, নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর তার একমাত্র কর্তব্য হয়ে উঠেছে ল্যাবরেটরি রক্ষা। সোহিনীর মধ্য দিয়ে সতীত্ব ধারণার প্রচলিত আদর্শটি ভেঙে গেছে। আধুনিকতা নতুন রূপে প্রকাশিত হয় সোহিনীর

চরিত্রে। তার কথায়- আজন্ম তপস্বী নই আমরা ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেড়িয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদীকুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতা -সাবিত্রী।”

বিচিত্র ঘটনা, বাস্তব চরিত্র সৃষ্টি -পল্লী প্রকৃতির সৌন্দর্য বয়ানে আধুনিকতার সার্থক রূপায়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটগল্প কে বাংলা সাহিত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছেন।

১০.৩ : প্রশ্নোত্তর

১. রবীন্দ্রনাথের প্রথম লেখা ছোটগল্প কোনটি?

উত্তর-‘ ভিখারিনী’

২. রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম সার্থক ছোটগল্প কোনটি?

উত্তর- ‘দেনাপাওনা’

৩. ‘অতিথি’ গল্পটি কোন পত্রিকায় কত সালে প্রকাশিত হয?

উত্তর- সাধনা পত্রিকায় ১৩০২ বঙ্গাব্দে।

৪. রবীন্দ্রনাথের দুটি অতিপ্রাকৃত গল্পের নাম লেখ?

উত্তর – ‘ক্ষুধিত পাষাণ’, ‘কঙ্কাল’।

৫. তিন সঙ্গী অন্তর্গত তিনটি গল্পের নাম লেখ?

উত্তর- ‘রবিবার ‘, ‘শেষ কথা’, ‘ল্যাবরেটরি’।

১০.৪ : আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি অতিপ্রাকৃত ছোটগল্প বিস্তারিতভাবে আলোচনা করো?

১০.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

১.‘ বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’ - দেবেশ কুমার আচার্য।

একক ১১ - বনফুলের গল্প -নির্মাণ ও ভাবনায় নূতনত্ব

বিন্যাস ক্রম

১১.১ : ভূমিকা

১১.২ : বনফুলের ছোটগল্প আলোচনার মাধ্যমে বিষয়গত অভিনবত্ব

১১.৩ : প্রশ্নোত্তর

১১.৪ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

১১.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

১১.১ : ভূমিকা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম বনফুল, পেশায় চিকিৎসক। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। তার ছোটগল্প সংকলনে মোট৫৫৮ টি গল্প সংকলিত হয়েছে। তার বেশিরভাগ গল্পই আয়তনে ক্ষুদ্র। ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বনফুলের সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন- " বনফুলের রচনায় পরিকল্পনার মৌলিকতা, আখ্যানবস্তু - সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবনীশক্তি তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া মানব চরিত্রের যাচাই পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে।" প্রবাসী পত্রিকায় ১৩২৯ সালের 'আশ্বিন সংখ্যা'য় তিনি প্রথম গল্প লেখেন 'চোখ গেল'।

বনফুলের 'আরো গল্প' নামের এই দ্বিতীয় গল্প সংকলন ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'বনফুলের আরো গল্প' পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে লিখেছেন, " তোমার এবারকার গল্পগুলো পড়ে কী মনে হয় বলি, যেন তুমি উদ্ভিদ বিজ্ঞানী,হাটে যাবার মেঠো রাস্তায় যেতে যেতে এদিকে ওদিকে আগাছা এবং ঘেঁসো গাছ- গাছড়া যা তোমার চোখে পড়েছে তোমার নমুনা বইয়ে সেগুলোকে গেঁথে রেখেছ। এগুলো পথিকের চোখ এড়ায়- কেন না এরা না দেয় পুজোর ফুল, না চড়ে চীনে ফুলদানিতে।এরা আদরণীয় নয়, পর্যবেক্ষণীয়। তুলে ধরে দেখিয়ে দিলে মনে হয় কিছু খবর পাওয়া গেল, কিছু কৌতুক লাগে মনে।"

বাংলা সাহিত্যে তার শ্রেষ্ঠত্ব ছোটগল্পের জন্য। কত সংক্ষেপে জীবনের বৃহৎ ও গভীর সত্যকে প্রকাশ করা সম্ভব তা তিনি ছোটগল্পে দেখিয়েছেন। তার বাক্য বাহুল্যবর্জিত, অলংকারহীন, সরল। তার গল্পের ভাষা ক্ষুরধার।

তার গল্প সংকলন গুলি হল - 'আরো গল্প'(১৯৩৮), 'বাহুল্য'(১৯৪৩), 'বিন্দুবিসর্গ'(১৩৫১), 'অদৃশ্যলোকে' (১৯৪৭), 'অনুগামিনী'(১৩৫৪), 'তন্বী'(১৩৫৯), 'নবমঞ্জুরী'(১৩৬১), 'ঊর্মিমালা'(১৩৬২), 'সপ্তমী'(১৩৬৭), 'দূরবীণ'(১৩৬৮) 'বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প'(গল্পসংকলন ১৩৫৫), 'বনফুলের গল্প সংগ্রহ' প্রথম ভাগ, (গল্প সংকলন ১৩৬২), বনফুলের গল্প সংগ্রহ ২ দ্বিতীয় ভাগ (১৩৬৪).

তার লেখা কিছু শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প হল – 'অজান্তে', 'বুধনী', 'নিমগাছ', 'ছোটলোক', 'ক্যানভাসার', 'শ্রীপতি সামন্ত', 'তিলোত্তমা', 'তাজমহল', 'দুই ভিক্ষুক', 'গণেশ জননী', 'হাসির গল্প', 'ঐরাবত' প্রভৃতি।

সমালোচক ভূদেব চৌধুরী বনফুলের গল্পের অভিনবত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন – "তাঁর রচনায় বিষয়বস্তুর সঞ্চয় ভান্ডার চোখ এড়ানো সামগ্রী নিয়ে গড়া - দৈনন্দিন জীবনের আনাচে-কানাচে ধূলিমলিন্যের তুচ্ছতায় তারা আবৃত। ২) শিল্পীর গঠনশৈলীতে আত্মসংবরণের বিজ্ঞানী জনোচিত সন্তর্পন প্রয়াস.... ৩) বনফুলের বিজ্ঞানী মেজাজ

গড়া গল্প চোখ ভোলায় না- কৌতূহলের কৌতুক রসে হাততালির উৎসাহকে উৎসাহিত করে তোলে।”

তাঁর গল্পের কৌতুক নাটকীয় ‘ক্যাথারসিস’ এর মত। যার মাধ্যমে জীবনের গভীরতম সত্য ফুটে ওঠে। মানুষের জীবনের লুকানো কষ্ট যা সবার দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায় তা তিনি তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। ‘হাসির গল্প’ গল্পে নায়ক হরিহরের জীবনের করুণরস এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে। হরিহর অসুস্থ, ব্যাধিজর্জর। তার পাশে একটি মেয়ে রোগশয্যায় শায়িত, মাঝে মাঝে কাঁদছে। একটি শিশু তীব্রস্বরে ক্রন্দনরত, পাওনাদারের কটুক্তি, এরমধ্যে গৃহিণী রেগে গেছে এই অবস্থায় চেয়ারে ফুটবাথ নিতে নিতে কাগজ কলম নিয়ে গল্প লিখতে বসেছেন –“ চেয়ারের ছারপোকাগুলি কামড়াইতে শুরু করিয়াছে, পাশের গলিটাতে দুইটি কুকুর ঝগড়া করিতেছে,বারান্দায় ক্রন্দনরোল সমানে চলিয়াছে, অসম্ভব মাথা ধরিয়াছে। হরিহরবাবু বাম হস্তে রগ দুইটা টিপিয়া ধরিয়া নিমীলিত নয়নে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আজই লিখিয়া দিতে হইবে। সম্পাদক মহাশয় তাগাদা দিয়েছেন, নিজের তাগাদাও প্রবলতর। ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া হরিহরবাবু একটি হাসির গল্পের প্লট ভাবিতে লাগিলেন। হাসির গল্প লেখাতেই তাঁহার নাম।”

‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকার সম্পাদক পরিমল গোস্বামী বনফুলকে লিখেছিলেন,- “তোমার চালচলনে এমন একটি ঋজুতা এবং চিন্তায় এমন একটা স্বচ্ছতা আছে যা তোমার ব্যক্তিসত্তাকে এক অদ্ভুত আকর্ষণ বৈশিষ্ট্যে উজ্জল করেছে। তোমার এই চরিত্র তোমার লেখার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত। তোমার ছোটগল্পের মধ্যে তোমার চরিত্রটিকেই আমি দেখতে পাই।... তুমি যা দেখেছ যা শুনেছ তার মধ্যে যেখানেই চিত্রধর্মীতা আছে তাকে তুমি বেঁধে ফেলেছ গল্পের চেহারায়। এই বেঁধে ফেলার কাজটি তোমার এমন দ্রুত এবং পাকা যে পড়তে বসলে মনে হয় এর জন্য তোমাকে যেন কোন পরিশ্রমই করতে হয়নি। যেন ফটোগ্রাফের প্লেটের ওপর তড়িৎ গতিতে তার ছাপ পড়ে গেছে। বাক্যের বৃথা ব্যয় নেই। সরল সহজ ছবি।”

১১.২ : বনফুলের ছোটগল্প আলোচনা

নানা সামাজিক সমস্যাকে অতি ক্ষুদ্র পরিসরে তিনি তুলে ধরেছেন। ‘নিম গাছ’ গল্পটি একটি প্রতীকী গল্প। গল্পের শুরুতেই নিমগাছের ব্যবহারিক মূল্যের কথা বলা হয়েছে, অনেক উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও কেউ নিম গাছের যত্ন করে না। আবর্জনা জমে যায়- হঠাৎ একটা নতুন ধরনের লোক আসল সে কবিরাজ নয় কবি। নিমগাছের ইচ্ছা থাকলেও কবির সাথে যেতে পারল না কারণ মাটির ভিতরের শিকড়ের গভীরতা অনেক। শেষ লাইনটি সূদূর তাৎপর্যবাহী- “ ওদের বাড়ির গৃহকর্ম নিপুনা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা।”

বাড়ির গৃহবধূরা গৃহকর্মের যত্ন করে, বাড়ির লোকের কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের খেয়াল কেউ রাখেনা। অনেক সময় গৃহবধূর ওপর অনেক অত্যাচার করা হয়ে থাকে। কবির ন্যায় কেও যদি তাদের মহিমা স্বীকার করেন তখন ইচ্ছা থাকলেও নিজস্থান ত্যাগ করে তারা যেতে পারে না, কারণ সমাজ সংসারের বাঁধনে তাদের জীবনের শেকড় অনেক গভীরে চাপা পড়ে গেছে যা ছিন্ন করে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব না।

‘ক্যানভাসার’ গল্পে স্ত্রী কাত্যায়নীর সাথে কলহের পর বেকার ভৈরব দ্বিপ্রহরের তপ্ত রোদে বাইরে গেলে ভৈরবের সাথে দেখা হয় ক্যানভাসার হীরালাল এর। সে ভৈরবকে দাঁতের মাজন নেওয়ার জন্য বলে। তাদের মধ্যে ঝগড়া হয় এবং ভৈরব তার গণ্ডদেশে প্রচন্ড এক চপেটাঘাত করে, সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের মাজনের সুখ্যাতিকারের বাঁধানো দাঁত বেরিয়ে যায়। এরপর হীরালাল একটু হেসে বলে – “গরিব মানুষ - এই করে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই।বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে।” এবং হীরালাল এর কাছ থেকে ভৈরব এক কৌটো মাজন কেনে। গভীর সহানুভূতি ও মানবিকতা বোধে গল্পটির সমাপ্তি। মানুষের কথা ও হাসির পেছনে গোপন করা রূঢ় সত্য সমাজের কাছে বারবার তুলে ধরেছেন বনফুল।

‘তাজমহল’ গল্পে তাজমহল কে কেন্দ্র করে প্রেমের প্রকাশ দেখা যায়। সম্রাট শাহজাহান এবং ফকির শাজাহানের প্রেমের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এই

গল্পে।ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভালোবাসা নয় ফকির সাজাহানের ভালবাসার গভীরতা অনেক দূর বিস্তৃত। স্ত্রীর প্রতি তার একনিষ্ঠ ভালোবাসা তার বেগমের মৃত্যু দিন পর্যন্ত দেখা যায়। বৃদ্ধার ক্যাংক্রম অরিস হয়েছিল, দুর্গন্ধে তার কাছে দাঁড়ানো যায় না, তার চিকিৎসা করা যায় না কিন্তু এই অসহায় বৃদ্ধাকে শেষপর্যন্ত সেবা করে গেছে তার স্বামী। লেখক বলেছেন- " একদিন মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আমি 'কল' থেকে ফিরছি হঠাৎ চোখে পড়ল বুড়ো দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেধেছে আর দুটো খুটঁ নিজের দুই হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চাদরের তলায় রয়েছে বেগম সাহেব। নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে ভিজছে লোকটা! বেগম সাহেব দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গেছে।কাঁপছে ঠকঠক করে। আধখানা মুখে বীভৎস হাসি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে"। এই হাসি একদিকে ব্যঙ্গের হাসি সেসব স্বার্থপর ব্যক্তিদের জন্য যারা তার স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করেছেন অন্যদিকে প্রশান্তির কারণ সে স্বামী হিসেবে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। প্রেমের স্মৃতি সৌধ তাজমহল অর্থ ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে কিন্তু ফকির শাহজাহান তার শ্রদ্ধা ভালোবাসা দিয়ে তার পত্নী বেগমের জন্য কবর করেছেন।

'বুধনী' গল্পে পার্বত্য পল্লীর ধনুকধারী বিল্টুর সাথে বুধনীর দাম্পত্য জীবনে প্রেমের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে - "বিবাহের পর বিল্টু বুধনীকে একদণ্ড ছাড়ে নাই, একদন্ডও নয়। কিন্তু সন্তান হবার পর বিল্টু তাদের সন্তানকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে। প্রেমের এক ভয়ানক আর্তি ফুটে উঠেছে এই গল্পে। মোহিতলাল মজুমদার বনফুলের গল্প সম্পর্কে একটি পত্রে লিখেছিলেন- "একটি নতুন form আপনি আয়ত্ত করিয়াছেন- রীতিমত গল্পও নয় নকশা Snapshot ও নয়- এ একরকম অতি ছোট গল্প। এবং এই সংগ্রহের অধিকাংশই এক সুসম্পূর্ণ রস কলেবর পাইয়াছে যে আমার মনে হয় ইহা আপনার একটি খুব নূতন কীর্তি বলিয়াই ঘোষিত হইবে।"

তার কিছু গল্পে ছোটগল্প ও স্যাটায়ার মিলে গেছে। ভদ্রতার মুখোশ খুলে দিয়েছেন তিনি 'শ্রীপতি সামন্ত' এবং 'ছোটলোক' গল্প দুটিতে। 'শ্রীপতি সামন্ত' গল্পে – " পরণে একটি আধ ময়লা থান, খালি গা, পায়ের ধূলি ধূসরিত একজোড়া দেশী মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তীর্যকভাবে বসানো কাচ ভাঙা চশমা, চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং

তাহারও ডান দিকের ডাণ্ডাটা নেই, সেদিকে সুতা বাঁধা।” এই হল শ্রীপতি সামন্ত, তিনি যখন ট্রেনের ভিড়ে প্রথম শ্রেনী সংলগ্ন ভৃত্যের কামরাটিতে একটু আসন পাবার জন্য আবেদন জানান তখন সাহেবী পোশাক পরা প্রথম শ্রেণীর বাঙালী বাবুটি তাতে আপত্তি করেন। কিন্তু পরে যখন শ্রীপতি সামন্ত শুধু নিজের ভাড়াই নয় ওই ভন্ড সাহেবকে বিনা টিকিটে ভ্রমণ এর শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য তার চার্জ পাঞ্জাবি ক্রুকে বুঝিয়ে দেন তখন আপাত ভদ্র মানুষের আসল রূপটি বেরিয়ে আসে। ‘ছোটলোক’ গল্পে ব্যাঙ্গের তীরটি আরও তীব্র। অনমনীয় চরিত্র রাঘব সরকার উন্নত শির, চলার পথে রিক্সাচালকের প্রতি দয়া দেখিয়ে রিকশা না চড়েই ভাড়া দিতে চান কিন্তু রিকশাচালকের যে আত্মমর্যাদাবোধ থাকতে পারে তা তিনি বুঝেছেন যখন রিকশাচালক তার কথার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বাস্তব জীবনের বহুবিচিত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার ছোটগল্পে উঠে এসেছে। যা বাংলা সাহিত্যকে এক অনন্যসাধারণ দীপ্তি দান করেছে।

বীরেন্দ্র দত্ত ‘বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ’ গ্রন্থে বনফুলের ছোটগল্প সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন- “ বনফুলের সমস্ত উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি স্মরণে রেখে একথা বলতে আমরা নির্দ্বিধ যে এই লেখক গল্পের বিষয়ে আধুনিক জীবনকে যেমন গ্রহণ করতে ভোলেননি, তেমনি সেই জীবনের সমস্ত ভালো-মন্দ, ত্রুটি-বিচ্যুতি জীবনের নানা অভিঘাতে পর্যুদস্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষগুলির অনাড়ম্বর অসহায়তাকে স্বকীয় দৃষ্টিতে যাচাই করেছেন। এমন যাচাই করা সম্ভব হয়েছে লেখক এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। অবশ্যই সে দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনের গম্ভীর বিক্ষত রূপের কোন বিচারণা নেই আছে লঘু কৌতুক ব্যঙ্গের সঙ্গে আপন মমতা মানবিকতাবোধ ও সহমর্মিতা মিশিয়ে এক করুন জীবন স্বভাবের প্রতি- চিত্রণ। তাঁর গল্পের বিষয় জীবন রূপে তন্নিষ্ঠ, দৃষ্টিভঙ্গি তন্ময় কিন্ত তার পরিবেশন পরিহাস ও কারুণ্যের মিশ্রণে বিচিত্র স্বাদে বর্ণময়।”

১১.৩ : প্রশ্নোত্তর

১. বনফুল কার ছদ্মনাম ?

উ: বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের।

২. বনফুলের কয়েকটি ছোটগল্পের নাম লেখ?

উ: 'অজান্তে', 'নিমগাছ', 'ছোটলোক'।

৩. বনফুলের দুটি গল্পসংকলন এর নাম লেখ?

উ: 'আরো গল্প'(১৯৩৮), 'বিন্দুবিসর্গ'(১৩৫১)।

১১.৪ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

১. অল্প কথায় জীবনের গভীর ব্যঞ্জনা প্রকাশিত- বনফুলের গল্প আলোচনার মাধ্যমে উত্তর দাও।

১১.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

১. বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার- ভূদেব চৌধুরী।

২. বনফুলের সাহিত্য ও জীবন – সরোজমোহন মিত্র।

৩. বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ – বীরেন্দ্র দত্ত।

একক ১২ - কল্লোল গোষ্ঠীর ছোটগল্প

বিন্যাস ক্রম

১২.১ : ভূমিকা

১২.২ : কল্লোল গোষ্ঠীর কয়েকজন বিশিষ্ট গল্পকার

১২.৩ : প্রশ্নোত্তর

১২.৪ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

১২.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

১২.১ : ভূমিকা

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে নানা রাজনৈতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে- বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, গান্ধীজীর ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আবির্ভাব, অহিংস সত্যাগ্রহ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দল গঠন, অসহযোগ আন্দোলন, রাশিয়ার বিপ্লব প্রভৃতি বাংলা তরুণদের মনে এক বৈপ্লবিক দেশপ্রেম ও আত্মসমীক্ষার প্রেরণা জাগিয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যে সেই সময় এক নতুন ধারার ছোট গল্পের জন্ম হলো যা কল্লোল গোষ্ঠীর গল্প লেখকদের দান। তারা ‘কল্লোল’ পত্রিকা ছাড়াও ‘কালিকলম’ ও ‘প্রগতি’ পত্রিকায় লিখতেন। রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্যে তরুণ গল্পকারদের তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, বিদ্রোহ, বাস্তব জীবন কেন্দ্রিকতা, তাদের গল্পে উঠে এসেছে। সাহিত্য আন্দোলন ছিল এক বিদ্রোহের যুগ। তার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি উক্তি দেওয়া হল -

১. ’কল্লোলের সে যুগটাই সাহসের যুগ, সে সাহসে রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো।’

('কল্লোল যুগ', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

২. 'যাকে কল্লোল যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।' (রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক, 'সাহিত্যচর্চা' বুদ্ধদেব বসু।)

৩. 'সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর

আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো

যুগ - সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর। (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।)

৪. 'মানুষের মানে চাই-

গোটা মানুষের মানে।

রক্ত মাংস হাড় মেদ মজ্জা

ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ, কাম হিংসা সমেত

গোটা মানুষের মানে চাই।'

('মানে', 'প্রথমা'- প্রেমেন্দ্র মিত্র)

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরা ও তাদের পূর্বসূরীদের চেয়ে স্বতন্ত্র ভাবে নিম্নবর্গের মানুষের কথা, তাদের মনস্তত্ত্ব, তৎকালীন সংগ্রামী মানুষদের আনন্দ, বেদনা, প্রতিবাদ, দেহবাদ, তাদের গল্পে স্থান পেয়েছিল। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব এদের প্রভাবিত করেছিল।

কল্লোলযুগের লেখকদের মধ্যে অন্যতম হলেন- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। এছাড়া দীনেশ রঞ্জন দাস, গোকুল নাগ, জগদীশ গুপ্ত মনীশ ঘটক, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল প্রমূখ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল' প্রসঙ্গে বলেছেন- ''কল্লোল হল 'সমস্ত দিক থেকে একটা নাড়া দেওয়ার উদ্যোগ'। তিনি আরো বলেছেন – 'রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল কল্লোল। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়, নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে, কয়লাকুঠিতে,খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে, প্রতারিত ও পরিত্যক্তদের এলাকায়।

কল্লোল গোষ্ঠীর প্রথম দিকের গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও মণীন্দ্রলাল বসু। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের গল্পে দেহবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।- মণীন্দ্রলাল বসু মধ্যবিত্তের জীবন কাহিনী তাদের বেদনাকে সংযত ও সংহতভাবে রূপদান করেছেন। কল্লোল পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাস ও গোকুল নাগ। দীনেশ রঞ্জন দাসের দুটি গল্প সংকলন হল- 'মাটির নেশা' ও 'ভুঁইচাপা'। গোকুলচন্দ্র নাগের গল্পে জীবনের সমগ্র রূপ ধরার চেষ্টা করা হলেও যোগ্য প্লটের অভাব তাতে দেখা যায়। অধ্যাপক ডঃ ভূদেব চৌধুরী যথার্থই বলেছেন – "এগুলিতে ছোটগল্পের প্রাণ আছে, শরীর নেই। কথার আধারে রূপের যে আভাস জাগে রেখা চিত্রের মতো তা ব্যঞ্জনাময়। যেন তুলিতে আঁকা এক একটি স্কেচ। ('বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার') তার একটি গল্প সংকলন হল 'মায়ামুকুল'। দীনেশরঞ্জন দাস ও গোকুল নাগের লেখনীতে যে প্রচেষ্টা দেখা যায় তা আরো উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন – "বস্তুত কল্লোল যুগের এ দুটোই প্রধান ছিল, এক, প্রবল বিরুদ্ধবাদ দুই, বিহ্বল ভাববিলাস। একদিকে অনিয়মাধীন উদ্দামতা অন্যদিকে সর্বব্যাপী নিরর্থকতার কাব্য। একদিকে সংগ্রামের মহিমা অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুরী। আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হচ্ছে এই যন্ত্রণাটা সেই যুগের যন্ত্রনা। শুধু বদ্ধ দরজায় মাথা খুঁড়ছে, কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না, - কিংবা যে জায়গায় পাচ্ছে তা তার আত্মার আনুপাতিক নয় - এই অসন্তোষে এই অপূর্ণতায় সে ছিন্নভিন্ন।" (কল্লোল যুগ)

১২.২ : কল্লোল গোষ্ঠীর কয়েকজন বিশিষ্ট গল্পকার

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'টুটাফাটা'(১৯২৮) এবং প্রথম প্রকাশিত গল্প 'দুইবার রাজা' (১৯২৭) তার গল্প সংগ্রহ গুলি হল- 'ইতি'(১৩৩৮), 'অধিবাস'(১৩৩৯), 'অকাল বসন্ত'(১৩৩৯) ' সংকেতময়ী'(১৩৪০), ' দিগন্ত' (১৩৪০) 'রুদ্রের

আবির্ভাব'(১৩৪১), 'নায়ক-নায়িকা'(১৩৪১), 'ডবল ডেকার' (১৩৪৬), 'পলায়ন'(১৩৪৭) 'প্রজাপতি'(১৩৪৮), 'ইনি আর উনি'(১৩৪৯) , 'যতন বিবি'(১৩৫১) 'কালো রক্ত'(১৩৫২), ' কাঠ- খড়- কেরোসিন'(১৩৫২), 'আসমান-জমিন'(১৩৫৩) 'চাষাভূষা'(১৩৫৪) 'সারেঙ'(১৩৫৪) 'হাড়ি- মুচি- ডোম' (১৩৫৫), 'মগের মুলুক' (১৩৫৮), 'হুইসল'(১৩৬২), 'এক অঙ্গে এত রূপ'(১৩৬৫), 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'(১৩৬৬), 'একরাত্রি'(১৩৬৮) তার গল্পের চরিত্ররা গ্রাম ও শহর কেন্দ্রিক। মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট অর্থসংকট, বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী নিরাশা, যৌবন চেতনা ইত্যাদি তার গল্পের বিষয়।

'শতগল্প সংকলনের' ভূমিকায় তিনি লিখেছেন- "ছোট গল্প লেখবার আগে চাই ছোটগল্পের শেষ, কোথায় সে বাঁক নেবে, কোন কোণে।.... শেষ না পেলে ছোটগল্পে আমি বসতেই পারবো না। শুধু ঘটনা যথেষ্ট নয়, শুধু চরিত্র যথেষ্ট নয়, চাই আবার সমাপ্তি সম্পূর্ণতা... ছোটগল্পে চাই স্পষ্টতা, তেমনি চাই সুব্যক্তি।... তার বাণ শব্দভেদী নয়, লক্ষ্যভেদী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গল্পগুলিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের আশা ও আশা ভঙ্গ, পরাজয় দেখানো হয়েছে। এই পর্বে গল্পগ্রন্থ গুলি হল 'যতন বিবি', 'সারেঙ', 'হাড়ি -মুচি - ডোম'।

'শতগল্পের' ভূমিকায় তিনি লিখেছেন- " মুনসেফি নিয়ে বাংলাদেশের দূর মফঃস্বলে, গ্রামে- শহরে, পুরে-গঞ্জে, চৌকিতে- মহাকুমায় ঘুরেছি- দু যুগেরও বেশি - তার কত দৃশ্য, কত শোভা, ঘটনার কত বিচিত্র সম্পদ। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বদলি হয়েছি, নতুন জায়গার দূরত্ব ও চরিত্র ভেবে মন বিষণ্ণ হয়ে গেছে, কিন্ত সেই জায়গায় পৌঁছে দেখেছি, গল্পের কত শত উপাদান। চিরজন্মের যে পরিচিত সেই সাহিত্যের সঙ্গেই সাক্ষাৎকার হয়েছে। দেখেছি শুধু নদী-নালা,খাল-বিল, মাঠ -ক্ষেত, গাছ- গাছালি নয়, দেখেছি মানুষ, কত রকমের মানুষ, আর কত তার মহিমা। শুধু শহুরে সভ্য শিক্ষিতেরাই নয়, গ্রামের চাষা-ভূষা, হাড়ি- মুচি, ডোম- ডোকল, সারেঙ –

খালাসী, মেথর ধাঙ্গড় সবাইকে ডেকে এনেছি সমান পঙক্তি ভোজে। দেখেছি যা কিছু মানবীয় তাই মাননীয়, তাই প্রাণের পরম আদরের ধন, পরম সন্ধানের বস্তু।”

তার স্বাধীনতা পরবর্তী কালের ছোটগল্প গুলিতে দাম্পত্যজীবনের জটিলতা, মামলায় জয় লাভের জন্য মানুষের হীনতা, মফস্বলের সরকারি চাকরি জীবনের বিড়ম্বনা, শহুরে প্রেমের গভীরতা ও অগভীরতা প্রভৃতি চিত্রিত হয়েছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে দরিদ্র জীবনের ছবি, সংগ্রাম, ব্যর্থতার প্রকাশ তার ছোটগল্প গুলিতে। তার গল্পসংগ্রহগুলি হল- ‘বেনামী বন্দর’(১৯৩০), ‘পুতুল ও প্রতিমা’(১৯৩১), ‘অফুরন্ত’(১৯৩২), ‘মৃত্তিকা’(১৯৩৫) ‘পঞ্চশর’(১৯৩৪), ‘মহানগর’(১৯৩৭), ‘ধূলিধূসর’(১৯৩৮), ‘কুড়িয়ে ছড়িয়ে’(১৯৪০), ‘সামনে চড়াই’(১৯৫০), ‘সপ্তপদী’(১৯৫৩), ‘জল পায়রা’ (১৯৫৭)‘নানা রঙে বোনা’(১৯৬০) ইত্যাদি।

মধ্যবিত্ত জীবনের মূল্যবোধের বিপর্যয়, জটিলতা ‘হয়তো’, ‘শৃঙখল’, ‘স্টোভ’ প্রভৃতি গল্পের পটভূমি। ‘মহানগর’ গল্পে এক গ্রাম্য বালকের চোখে মহানগরের জীবনের বিকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের বিকৃতি থেকে বৃহত্তর মানব মহিমায় জয়গান দেখা যায় ‘সংসার সীমান্ত’ গল্পে। ‘সাগর সঙ্গম’ গল্পে মাতৃস্নেহের জয়ের মাধ্যমে গল্পের সমাপ্তি।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন- “প্রেমেন্দ্র মিত্র আবেগের শিল্পী নন, মননের শিল্পী। জীবনে নিছক রূপকার নন, মর্মভেদী বিশ্লেষক। তিনি বস্তুনিষ্ঠ শিল্পী, জীবনের ভাঙ্গন অবক্ষয়ের স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর লেখনী অকম্পিত, আবার জীবনের জটিলতার বিশ্লেষণে নিপুণ ব্যবচ্ছেদক।”(কালের পুত্তলিকা)

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

বুদ্ধদেব বসুর লেখায় নাগরিকতার প্রাধান্য দেখা যায়, তার কেন্দ্রে রয়েছে মূলত ঢাকা ও কলকাতা নগরী। তার ভাষার সৌন্দর্যময়তা পাঠককে তার সাহিত্যের অনুরাগী করে

তোলে। আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কোথাও সংলাপের মাধ্যমে, কোথাও প্রথম পুরুষের জবানিতে, কোথাও আবার পত্রবিনিময়ের রীতি,কোথাও আত্মকথনরীতি অবলম্বন করেছেন। প্রেমে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, সংসারী কুটিলতা তার গল্পে বর্তমান। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ডঃ দেবেশ কুমার আচার্য বলেছেন – "কল্লোল পর্বের লেখকরা যে রোমান্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন ছিলেন, বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্প গুলি তার প্রমাণ। তাঁর গল্পের মধ্যে বাস্তব জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক তিক্ততা অপেক্ষা প্রেম- প্রীতি, আশা – ভালবাসা, আবেগ- স্মৃতিমেদুর বেশি স্থান পেয়েছে।

তার ছোটগল্প সংকলন গুলি হল- ' অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প'(১৩৩০), 'রেখাচিত্র ও অন্যান্য গল্প'(১৯৩১) 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে'(১৯৩২), 'অদৃশ্য শত্রু'(১৯৩৩), 'মিসেস গুপ্ত'(১৯৩৪), 'প্রেমের বিচিত্র গতি'(১৯৩৪), 'শ্বেতপত্র'(১৯৩৪), 'অসামান্য মেয়ে'(১৯৩৫), 'ঘরেতে ভ্রমর এল'(১৯৩৫), 'নতুন নেশা'(১৯৩৬), 'ফেরিওয়ালা ও অন্যান্য গল্প'(১৯৪১), 'খাতার শেষ খাতা'(১৯৪৩) প্রভৃতি।

'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা' গল্পে প্রেম সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। 'আদর্শ' গল্পে প্রেমের ব্যর্থতার স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে।ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন- "বিহ্বল ভাব বিলাস, বাস্তবের দিকে ঝোঁক, দরিদ্র নিম্নবিত্তের প্রতি পক্ষপাত, স্বপ্ন ও সংগ্রামমুখিতা-এইসবের যোগফল কল্লোলের মানসিকতা। প্রমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার গল্পে তারই রূপায়ণ। (কালের পুত্তলিকা)

মনীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯)

সাহিত্যে যারা অপাংক্তেয় তাদেরকে গল্পে স্থান দিয়েছেন মনীশ ঘটক। গুন্ডা, পকেটমার, বিকলাঙ্গ চরিত্রকে বিশিষ্টতা দান করেছেন। তাঁর গল্প সংকলন 'পটলডাঙার পাঁচালী' ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয় কিন্ত তাঁর গল্পগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকায়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৫)

কল্লোল পত্রিকার আরেকজন বিশিষ্ট লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি 'কালিকলম' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের প্রশংসা করে লিখেছিলেন- "শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা সেইসঙ্গে লেখার শক্তি তাঁর আছে বলেই তার রচনায় দারিদ্র ঘোষণার কৃত্রিমতায় তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্য সভায় মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকে নি"(সাহিত্যের পথে)।

তাঁর ছোট গল্প গুলি হল- 'অতসী'(১৩৩২), 'বধূবরণ'(১৩৬৬), 'নারীমেধ'(১৩৩৬), 'মারণযন্ত্র'(১৩৩৯), ' নারীজন্ম'(১৩৪০) ' ঠিক ঠিকানা'(১৩৫০) ' স্বনির্বাচিত গল্প'(১৩৬২), 'শ্রেষ্ঠ গল্প'(১৩৬২), 'ভালোবাসার নেশা'(১৩৬৫), 'প্রেমের গল্প'(১৩৬৫), 'অপরূপা'(১৩৬৬), 'মনের মতো গল্প'(১৩৬৭) ইত্যাদি।

'বধূবরণ' গল্পে গ্রামের হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র বর্ণিত। 'নারীমেধ' গল্পে মনুষ্যত্বের অবমাননা এবং প্রবৃত্তির নিষ্ঠুরতা প্রকাশিত। 'জোহানের বিবি' গল্পটি পড়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন। জোহান ও সুখীর বিয়ে তাদের সম্পর্ক, সুরজিবাবুর ছেলের প্রসঙ্গে সুখী তাকে নিজের ছেলে বললে গল্পের শেষে দেখা যায় খোঁড়া জোহান জলে ডুবে মরেছে।

প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৭-১৯৮৩)

প্রবোধকুমার সান্যালের প্রথম গল্প ' মার্জনা' ১৯২৩ কল্লোল পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত। লেখক নিজে 'গল্প লেখার গল্প' রচনাটিতে তাঁর গল্প রচনার ভঙ্গি সম্বন্ধে বলেছেন- " পথে-ঘাটে গল্প খুঁজে বেড়িয়েছি, স্টিমার ঘাটে, চটকলের ধারে, রেল স্টেশনে, বিদেশে ধর্মশালায়, মফস্বলে ওয়েটিং রুমে, তীর্থপথের মেলায়....। আমি বড়লোক নিয়ে কিন্তু লিখতে পারতুম না। আমি লিখতুম মজুর, জেলে, রাজমিস্ত্রি গাড়োয়ান, মুদি, কড়ে এইসব চরিত্র নিয়ে। কারণ তাদের জীবনযাত্রাটা চোখে দেখতে ভালো লাগতো না। গল্পটা এই নিছক একটা গল্পই হলো, তার থেকে আর কিছুই

পাওয়া গেল না - তেমন গল্প ছিল আমার দু'চোখের বিষ। একটা আদর্শ, একটা ব্যঞ্জনা একটা কোনো দুরূহ ভাবনার পথ- ঐ যদি সব গল্পের মধ্যে না থাকে তবে গল্প লিখে লাভ কি?"

তার গল্প গুলি হল- 'চেনা ও জানা'(১৯৩১), 'নিশিপদ্ম'(১৯৩৩), 'অবিকল'(১৯৩৩), 'দিবাস্বপ্ন'(১৯৩৬), 'অন্তরাগ'(১৯৩৭), 'কয়েক ঘন্টা মাত্র'(১৯৩৯) ইত্যাদি। তার গল্পে ব্যর্থতাবোধ, অবক্ষয়, বিদ্রো,হ রোমান্টিক চেতনা প্রকাশিত।

কল্লোল গোষ্ঠী লেখকরা বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বিদ্রোহের যে মন্ত্রকে জন্ম দিয়েছিল তা পরবর্তীকালে আরো জোরালো আকার ধারণ করে। ছোটগল্পের আঙ্গিক, বক্তব্য, পটভূমি প্রভৃতি দিক থেকে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের অবদান অনস্বীকার্য।

১২.৩ : প্রশ্নোত্তর

১. কল্লোল পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক এর নাম লেখ?

উ: দীনেশরঞ্জন দাস ও গোকুল নাগ।

২. কল্লোল পত্রিকার প্রকাশকাল কত?

উ: ১৯২৩

৩. কল্লোল পত্রিকার কয়েকজন লেখকের নাম লেখ?

উ: প্রেমেন্দ্র মিত্র,বুদ্ধদেব বসু,অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত,শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

৪. 'কয়লাকুঠি' গল্পের রচয়িতা কে?

উ: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

৫. প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি ছোটগল্পের নাম লেখ?

উ: 'স্টোভ','সংসার সীমান্তে'।

১২.৪ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

১. বাংলা সাহিত্যে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

১২.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

১.কালের পুত্তলিকা – অরুনকুমার মুখোপাধ্যায়

২.'উদিত'প্রবন্ধ সংখ্যা, বিষয় – ছোটগল্প

৩.বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার- ভূদেব চৌধুরী।

একক ১৩ - বাংলা ছোটগল্পে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

বিন্যাস ক্রম

১৩.১ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

১৩.২ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

১৩.৩ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

১৩.৪ : প্রশ্নোত্তর

১৩.৫ : আত্মমূল্যয়ণধর্মী প্রশ্ন

১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা ছোটগল্পকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিশিষ্ট মাত্রা দান করেছেন। তিনজনেই তিন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টির পথ প্রদর্শক।

১৩.১ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪ – ১৯৫০)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে অতি বাস্তব, পরিচিত পল্লীগ্রামের জীবনচিত্র রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা ২২৪। তাঁর মোট গল্পগ্রন্থ ১৯টি। ১. মেঘমল্লার (১৯৩১)২. মৌরীফুল (১৯৩২), ৩.যাত্রাবদল(১৯৩৪), ৪.জন্ম ও মৃত্যু (১৯৩৭),৫. কিন্নরদল(১৯৩৮),৬. বেণীগীর ফুলবাড়ী(১৯৪১), ৭. নবাগত (১৯৪৪),৮.তালনবমী (১৯৪৪), ৯. উপলখন্ড (১৯৪৫), ১০.বিধু মাস্টার (১৯৪৫), ১১. ক্ষণভঙ্গুর (১৯৪৫), ১২.অসাধারণ (১৯৪৬), ১৩. মুখোশ ও মুখশ্রী (১৯৪৭),১৪. নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব

(১৯৪৮), ১৫.জ্যোতিরিঙ্গণ (১৯৪৯), ১৬. কুশল পাহাড়ী (১৯৫০), ১৭. রূপহলুদ (১৯৫৭), ১৮. অনুসন্ধান (১৯৬০), ১৯. ছায়াছবি (১৯৬০)।

তাঁর ছোটগল্পের শ্রেণীবিভাগ করেছেন জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (ভূমিকা, বিভূতিভূষণ গল্পসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড)। তার চরিত্র নির্ভর গল্প গুলি হল- 'উপেক্ষিতা', 'উমারাণী', 'মৌরীফুল', 'ডাইনি' ইত্যাদি। কাহিনীনির্ভর গল্প- 'পুঁইমাচা', 'খুকীর কান্ড', 'বাক্স বদল', 'বিপদ' ইত্যাদি। অলৌকিক রসের গল্প – 'অভিশপ্ত', 'খুঁটিদেবতা', 'হাসি', 'ভৌতিক পালঙ্ক', 'বউচণ্ডীর মাঠ'। রোমান্টিক গল্প - 'মেঘমল্লার', 'নাস্তিক', 'রাজপুত্র', 'শেষ লেখা', ক্ষণোচ্ছ্বাস ভিত্তিক গল্প – 'জলসত্র', 'নদীর ধারে বাড়ি', 'গল্প নয়', 'আহ্বান', ইত্যাদি। জীবনধারা ভিত্তিক গল্প- 'ভিড়', 'হাট', 'মুশকিল', 'আমোদ', 'দিবাবসান' ইত্যাদি।

তাঁর চরিত্র নির্ভর গল্পে মূলত নারী চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। 'মৌরিফুল' গল্পের সুশীলার সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাস্তি' গল্পের চন্দরার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সুশীলা কোমল কিন্তু জেদি, ব্যক্তিত্বময়ী রমণী সে।

'পুঁইমাচা' হল কাহিনীনির্ভর গল্প। প্রধান চরিত্র ক্ষেন্তি, সে সরল নির্বোধ। গরিব ক্ষেন্তি খেতে খুব ভালবাসতো। এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং শ্বশুরবাড়িতে তার ওপর অত্যাচার করায় তার অকাল মৃত্যু হয়। 'খুঁটিদেবতা' হলো অলৌকিক গল্প, এই গল্পে লোকবিশ্বাস কে কেন্দ্র করে মনস্তাত্ত্বিক দিকটি দেখানো হয়েছে। 'মেঘমল্লার' গল্পের রোমান্টিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। তরুণ প্রদুম্ন ও কাপালিক গুনাঢ্যের চরিত্রের মধ্য দিয়ে দুটি বিপরীত চরিত্র দেখানো হয়েছে। একদিকে কাপালিক, যে দেবী সরস্বতীকে বন্দী করে রাখতে চায় আর অন্যদিকে প্রদ্যুম্ন নিজের বিপদের তোয়াক্কা না করে দেবীকে মুক্ত করতে চায়। তার প্রেমিকার প্রতীক্ষা তাদের ভালোবাসা কে করুন করে তুলেছে। সামান্যর মধ্যে বিশেষ কে তুলে ধরেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার ক্ষনোচ্ছ্বাসমূলক গল্পে। 'আহ্বান' গল্পটি এই জাতীয়। গল্পের নায়ক কলকাতার যুবক অনেকদিন পর যখন বাড়িতে আসে তখন আম বাগান পথে তার সঙ্গে এক বুড়ির

দেখা হয়, তারপর থেকে যখনই সে বাড়ি আসে বুড়ি তার সঙ্গে দেখা করতে আসে।বুড়িকে দেখার দেখার কেউ নেই।নায়ক কে দেখে সে বলে 'অ- গোপাল আমার'। সবার কথায় নায়ক বুড়ির কবরে এক কোদাল মাটি দেয় এবং ভাবে, 'ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো অ মোর গোপাল।' জীবন ধারা ভিত্তিক গল্পে জীবনের গভীর থেকে রত্ন বের করে দেখিয়েছেন। এ ধরনের গল্প হল 'দিব্যবসান'। শীতের অপরাহ্নে গাছের নীচে শুয়ে গল্পকথক ভাবে বনজ ও উদ্ভিদের প্রাচুর্য, সবুজের মধ্যে শান্তি ও নির্জনতা। অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এ বিষয়ে লিখেছেন- " জীবনধারা ভিত্তিক গল্পের কাহিনীর স্পর্শমাত্র নেই, অথচ এগুলি চিত্র জাতীয় রচনা নয়, দিনলিপি বা ভ্রমণ বৃত্তান্তের ছেঁড়া পাতাও নয়। এদের একটা সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপ আছে - আদি আছে, মধ্যে আছে, অন্ত আছে,রসপরিণতিও সুপরিকল্পিত। এসব গল্পের রস সর্বপ্রকার বিশ্লেষণের অতীত।" (ভূমিকা, বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র, প্রথম খণ্ড)। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন- "বিভূতিভূষণের শিল্প স্বার্থক গল্পগুলির উৎসভূমি আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, গভীর প্রকৃতিবোধ ও প্রবল মানবপ্রীতি। মানুষ ও নিসর্গ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন। কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের অন্তরালে লুকানো সৌম্য আনন্দময় আধ্যাত্মিক জীবন, প্রবল নিঃশব্দ উচ্ছ্বাসময় জীবন- মন্দাকিনীর শান্ত প্রবাহ বিভূতিভূষণের ছোট গল্পের মূল উপাদান। বিভূতিভূষণ কেবল মাটি ও মানুষের শিল্পী নন, আকাশ ভরা আনন্দলোক ও ঐশী মহিমারও রূপকার। ('কালের পুত্তলিকা',- ১৯৮২, প্রথম সংস্করণ পৃষ্ঠা ৩০৫)

১৩.২ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮ – ১৯৭১)

কল্লোল কেন্দ্রিক চেতনার থেকে স্বতন্ত্র্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সৃষ্টির লক্ষ্য। তার গল্পগ্রন্থের সংখ্যা- ৩৫, গল্পের সংখ্যা ১৯০। 'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ' তিনটি খন্ডে বিভক্ত। গল্পগ্রন্থ গুলি হল- ১. 'ছলনাময়ী' (১৯৩৬), ২. 'জলসাঘর' (১৯৩৭), ৩. 'রসকলি'(১৯৩৮) ৪. 'তিনশূন্য'(১৯৪১) ৫. 'প্রতিধ্বনি'(১৯৪৩), ৬. 'বেদেনী'(১৯৪৩),৭. 'দিল্লিকা লাড্ডু'(১৯৪৩), ৮. যাদুকরী (১৯৪৪), ৯. '

স্থলপদ্ম'(১৯৪৪),১০.তেরশ পঞ্চাশ(১৯৪৫),১১. 'প্রসাদমালা'(১৯৪৫),১২. 'হারানো সুর'(১৯৪৫),১৩. 'ইমারত'(১৯৪৭),১৪. 'শ্রীপঞ্চমী'(১৯৪৭), ১৫. 'মাটি'(১৯৫০), ১৬. 'শিলাসন'(১৯৫২), ১৭. 'কামধেনু'(১৯৫৩), ১৮. 'বিস্ফোরণ'(১৯৫৫), ১৯. 'কালান্তর'(১৯৫৬), ২০. 'বিষপাথর'(১৯৫৭), ২১. 'মানুষের মন'(১৯৫৮), ২২. 'রবিবারের আসর'(১৯৫৮), ২৩. 'পৌষ লক্ষ্মী'(১৯৬০), ২৪. 'আলোকাভিসার'(১৯৬০), ২৫. 'চিরন্তনী'(১৯৬২), ২৬. 'অ্যাক্সিডেন্ট'(১৯৬২), ২৭. ' তমসা'(১৯৬৩), ২৮. 'চিন্ময়ী'(১৯৬৪), ২৯. 'তপোভঙ্গ'(১৯৬৬), ৩০. 'দীপার প্রেম'(১৯৬৬), ৩১. 'জায়া'(১৯৬৭), ৩২. 'পঞ্চকন্যা'(১৯৬৭), ৩৩. 'শিবানীর অদৃষ্ট'(১৯৬৭), ৩৪. 'এক পশলা বৃষ্টি'(১৯৬৭), ৩৫. 'রূপসী বিহঙ্গিনী'(১৯৭০)।

তার প্রকাশিত প্রথম গল্প 'রসকলি' বীরভূম অঞ্চলের প্রকৃতি, মধ্য ও উচ্চবিত্তের কাহিনী, সামন্ততান্ত্রিকতার ভাঙ্গন, নতুন বণিক সভ্যতার উদ্ভব, মূল্যবোধের পরিবর্তন এসব তিনি তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ যন্ত্রণাকে তিনি তার গল্পে স্থান দিয়েছেন। 'তারিণী মাঝি' গল্পে নিষ্ঠুর জীবন সত্যের রহস্য, 'নারী নাগিনী' গল্পে জৈব আসক্তির নতুন স্তর, 'অগ্রদানী' গল্পে নির্মম নিয়তি, 'ডাইনি' গল্পে সামাজিক সংস্কারের জন্য এক নারীর জীবনের ট্রাজেডি বর্ণিত। গ্রামীণ জীবনে জমিদারের অহংকার ও গর্ব নিয়ে লেখা 'জলসাঘর' ও 'রায় বাড়ি' গল্প দুটি। নতুন পুরনোর দ্বন্দ্ব দেখা যায় জলসাঘর গল্পে। মানুষ ও পশুর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন, 'কালাপাহাড়' গল্পে মহিষ, 'গবিন সিংহের ঘোড়া' গল্পে ঘোড়া, 'কামধেনু' গল্পে সুরভী গাই প্রভৃতি পশু চরিত্র নিয়ে লেখা। ক্ষমার দ্বারা মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে 'না' গল্পে। 'কবি' গল্পে পরকীয়া প্রেম এবং ত্যগের দ্বারা প্রেমের মহত্ব বর্ণিত।

“তারাশঙ্করের ছোটগল্পের বিষয় - বৈচিত্র্য অর্ধমনস্ক পাঠকের দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে। প্রায় পাশবিক মানব - চরিত্র আর পশু - চরিত্রের প্রতি লেখকের একটা বিচিত্র আসক্তি আছে। তাঁর গল্পে বিকৃত, কদাকার প্রায় পাশবিক মানুষ গুলির মধ্যে তিনি হৃদয়বৃত্তি উৎস আবিষ্কার করেছেন। আহার-নিদ্রা- মৈথুনের অন্ধ শৃঙখল ছিঁড়ে এলেই মানুষ পশুত্বের পৃষ্ঠা থেকে উপরে উঠে আসে- হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ, আত্মপরতার সীমালংঘন,

আদিমতার উল্লাস - পেরুনো মানবতাই মানুষকে পাশবতার স্তর অতিক্রমণে প্রেরণা দেয়। প্রায় পাশবিক মানুষের মধ্যে লেখক আবিষ্কার করেছেন প্রেম ও সৌন্দর্য – ব্যাকুলতা”।(‘কালের পুত্তলিকা’- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়)

১৩.৩ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮ – ১৯৫৬)

বাংলা ছোটগল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল। ‘কল্লোল’ পত্রিকার সাথে সরাসরি যুক্ত না থেকেও কল্লোলীয় চেতনা তার মধ্যে ছিল। ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় (১৯২৮) তাঁর প্রথম গল্প ‘অতসীমামী’প্রকাশিত হয়। তিনি প্রায় দু’শটি গল্প লিখেছেন এবং গল্পগ্রন্থ ষোলো টি। তার গল্পগ্রন্থ গুলি হল – ‘অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প’(১৯৩৫), ‘প্রাগৈতিহাসিক’(১৯৩৭), ‘মিহি ও মোটা কাহিনী’ (১৯৩৮), ‘সরীসৃপ’(১৯৩৯), ‘বৌ’(১৯৪৩), ‘সমুদ্রের স্বাদ’(১৯৪৩), ‘ভেজাল’(১৯৪৪), ‘হলুদপোড়া’(১৯৪৫), ‘আজ-কাল পরশুর গল্প’(১৯৪৬), ‘পরিস্থিতি’(১৯৪৬), ‘খতিয়ান’(১৯৪৭), ‘মাটির মাশুল’(১৯৪৮), ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’(১৯৪৯) ‘ফেরিওয়ালা’(১৯৫৩), ‘লাজুকলতা’(১৯৫৪) ইত্যাদি।

মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট, হতাশা, ব্যর্থতাকে তিনি প্রকাশ করেছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনে যেমন অভিনবত্ব দেখা যায় তেমনি ছোটগল্পের রীতিতেও তার স্বতন্ত্র্য দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। ‘অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প’ গ্রন্থে মোট দশটি গল্প আছে। ‘অতসী মামী’ গল্পটিতে কল্লোলের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। মানুষের মনোজগতের অন্তরে জটিলতায় তিনি প্রবেশ করেছেন। ‘আত্মহত্যার অধিকার’ গল্পে লেখক দেখিয়েছেন বেঁচে থাকার লড়াই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকে, যতই দুঃখ -যন্ত্রণা অন্তহীন ইতরতা থাকনা কেন মানুষের আত্মহত্যার অধিকার নেই। ‘ প্রাগৈতিহাসিক’ গল্পে মানুষের আদিম প্রবৃত্তির স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে। ভিখু ডাকাত থেকে ভিখারিতে পরিণত হয়েছে এবং পাঁচী ভিখারিনীর প্রতি তার নজর গেলে সে পাঁচীর সঙ্গী বসির মিঞাকে খুন করে পাঁচীকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করার জন্য দূরবর্তী শহরে রওনা দিয়েছে।

তার 'বৌ' গল্পসংকলনে তেরো টি গল্পে বিভিন্ন পেশার মানুষের স্ত্রী দের অন্তর্জগৎ তুলে ধরা হয়েছে। এটি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ , এই তেরোটি গল্পের মধ্যে আছে 'কেরানির বৌ', 'পূজারীর বৌ', 'কুষ্ঠরোগীর বৌ'।

"আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র লেখক যিনি বিশেষ স্থানে ও কালে স্থাপিত মানুষের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের তাৎপর্য সন্ধানে জীবন সম্পর্কে ক্ষমাহীন ভাবনায় আজীবন ভাবিত ছিলেন। এই ভাবনার ভারে শুধু তাঁর শেষ পর্ব নয়, প্রথম পর্বের বহু রচনাও বহু ক্ষেত্রে বিপন্ন বোধ হয়। বস্তুত,এই বিপন্ন শিল্পবোধ আপনকালের প্রতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়ত দায়বদ্ধ শিল্পকর্মের প্রত্যক্ষ পরিণাম তারই ফলস্বরূপ, জগৎ ও জীবনের অন্ধ অন্তঃস্রোতে চালিত যে মানুষ তাঁর প্রথম পর্বের রচনায় অবিরত আত্ম খনন ও আত্ম সন্ধানে ব্যাপৃত, শেষ পর্বের রচনায় সেই মানুষই ব্যাপক সমাজসত্যের আন্দোলনে আত্মপ্রতিষ্ঠা পায়।"[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পের সম্পাদকীয় : যুগান্তর চক্রবর্তী। জুন,১৯৬৫]

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পকে এই তিন বন্দোপাধ্যায় উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তাই আজও এই ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্পে তাদের সৃষ্টিতে স্মরণীয়।

১৩.৪ : প্রশ্নোত্তর

১. 'মেঘমল্লার' এর রচয়িতা কে?

উ: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গল্পগ্রন্থের নাম লেখ।

উ: 'জলসাঘর', 'রসকলি'

৩. জনাব আলী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন গল্পের চরিত্র?

উ: 'ইমারত'

৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গল্পগ্রন্থের নাম লেখ?

উ: 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প', 'প্রাগৈতিহাসিক'।

৫. 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' কার লেখা কোন গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত?

উ: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৌ' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।

১৩.৫ : আত্মমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন

১.বাংলা ছোটগল্পে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করো।

১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

১. 'কালের পুত্তলিকা' - অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

২. 'আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী'- জগদীশ ভট্টাচার্য্য ।

একক ১৪ - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবর্তী ছোটগল্প

বিন্যাস ক্রম

১৪. ১ : ভূমিকা

১৪.২ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কয়েকজন বিশিষ্ট ছোটগল্পকার

১৪.২.১ : সুবোধ ঘোষ (১৯১০ – ১৯৮০)

১৪.২.২ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬ – ১৯৭৫)

১৪.২.৩ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮ – ১৯৭০)

১৪.২.৪ :সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০ – ১৯৮৪)

১৪.২.৫:আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯ – ১৯৯৭)

১৪.২.৬ : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২ – ১৯৮৩)

১৪.২.৭ : সমরেশ বসু (১৯২৪ – ১৯৮৮)

১৪.২.৮ : বিমল কর (১৯২১ – ২০০৩)

১৪.৩ : প্রশ্নোত্তর

১৪.৪ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

১৪.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

১৪.১ : ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে পঞ্চাশের মন্বন্তর, মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারী, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ, এসব মানুষের সাথে সাথে সাহিত্যেও প্রভাব ফেলেছিল। গ্রামের থেকে সকলে শহরে যেতে লাগলো, মন্বন্তরের পরে যুদ্ধের অবসান ও স্বাধীনতা লাভ হল কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে অর্থনৈতিক সংকট আরো তীব্র রূপ ধারণ করল। স্বাধীন ভারতে অন্ন-বস্ত্র, চাকরি, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, সামাজিক নানা দিকে সংকট, হতাশা দেখা দিল। যা এই সময় কার ছোটগল্পকারদের রচনায় উঠে এসেছে।

১৪.২ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কয়েকজন বিশিষ্ট ছোটগল্পকার

এই সময় পর্বের কয়েকজন গল্পকার হলেন- সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ,আশাপূর্ণা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু, বিমল কর প্রমুখ।

১৪.২.১ : সুবোধ ঘোষ (১৯১০- ১৯৮০)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যান্ত্রিক অগ্রগতির মুহূর্তে 'অযান্ত্রিক' গল্পের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব সুবোধ ঘোষের। গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনে, তীক্ষ্ণ প্রকাশভঙ্গি তার গল্পকে এক অনন্য মাত্রা দান করেছিল। তাঁর প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' এর নায়ক ট্যাক্সি ড্রাইভার। সে তাঁর জীর্ণ পুরোনো মোটরগাড়িকে ভীষণ ভালোবাসে, সেই গাড়ির সম্পর্কে কেউ কিছু বিরূপ মন্তব্য করলে সে সহ্য করতে পারেনা কিন্তু সেই গাড়িকে সে ওজন দরে লোহার ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়। দ্বিতীয় গল্প 'ফসিল' বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প। সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের বিরোধ এই গল্পের বিষয়বস্তু। 'জতুগৃহ' গল্পে মধ্যরাতে রাজপুর জংশনে বিবাহবিচ্ছেদের পাঁচ বছর বাদে শতদল ও মাধুরীর দেখা। দুজনেই নতুন সঙ্গী বেছে নিয়েছে, পাঁচ বছর পর দুজনের মধ্যে আর কোন অভিমান বা ব্যাকুলতা নেই। তবু প্রশ্ন আছে - তুমি কি আমাকে ভুলতে

পেরেছো? 'গরল অমিয় ভেল' এর সাথে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মালা বিশ্বাস পুরুষ পূজারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নিজেই নিজের নামে কুৎসা রটায়। সুবোধ ঘোষের 'তিন অধ্যায়' গল্পে ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান অহিভূষণ কঞ্জারভেন্সী সুপারভাইজার এর অল্প বেতনে খুশি ছিল কিন্ত যখন পদটি 'সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার' হয়ে গেল সেদিন থেকে সে বন্ধুদের কাছে সহজ হতে পারল না অন্যদিকে পুলিন বাড়ুজ্যে জুতোর দোকান খুলে পুলিন চামারে পরিণত হলো। হাসপাতালের জমাদারনী তার মেয়ে বন্দনার সঙ্গে অহিভূষণের বিয়ে দেয়। জীবনের বিচিত্র উপলব্ধি তিনি তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। একজন ঠগ মিথ্যাবাদী ভিক্ষাজীবী সুহাসিনী পলের গল্প 'কৌন্তেয়' তিরিশ বছর আগে সিল্কের গাউন পরে হাই হিল জুতো পায় যারা তাকে মুরগি, ফুলকপি কিনতে দেখেছেন আজ তারা সুহাসিনী পলকে চ্যারিটি চাওয়ার নামে ভিক্ষা করতে দেখেন। মাধব দত্তের কাছে মিথ্যে গল্প বলে তিনি নিজেকে তার মা বলে এবং পঁচিশ টাকা আদায় করে। এটি একটি ব্যতিক্রমী ছোটগল্প।

১৪.২.২ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬ – ১৯৭৫)

মধ্যবিত্ত জীবনের সার্থক রূপকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র,তিনি যে সময়ে গল্প লিখেছেন তখন যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষ, মম্বন্তর, অন্ন-বস্ত্রের অভাব, কালোবাজারি, নৌ বিদ্রোহের সময় হলেও তার মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব অনুপস্থিত। উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল- 'কাঠগোলাপ', 'পালঙ্ক', 'রস', 'চোর', 'মহাশ্বেতা', 'সেতার' প্রভৃতি। দেশভাগের পরে পারিবারিক জীবনের অসহায়তা, উদ্বাস্ত সমস্যা তার গল্পে লক্ষণীয়। 'ধ্বনি' পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন – "সমাজে শঠতা আছে, ক্রুরতা আছে, তা আমি জানি। হিংসা-বিদ্বেষেরও অভাব নেই। কিন্ত সমাজজীবনের এই অন্ধকার দিকের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কম। কারণ আমার লেখায় জীবনের এই সকল দিক খুব বড় হয়ে দেখা দেয়নি। যতদূর মনে হয়, শান্ত মধুর ভাবই আমার রচনায় বেশি। মানুষের স্খলন, পতন, ত্রুটি অবশ্যই আছে। কিন্ত তা আমাদের গর্বের বস্ত নয়। যেখানে আমরা মহৎ শক্তিমান সেখানে যেন আমাদের যথার্থ পরিচয় আছে। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার

ক্ষেত্রে পাপ আমাকে আকর্ষণ করে না। জীবনের পঙ্কিল অথবা ক্লেদাক্ত দিকে আমার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নেই। আমার মেজাজ রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়। তাই মহত্বই আমায় আকর্ষণ করে বেশি।

'রস 'গল্পে পূর্ববঙ্গে গ্রামের বাড়িতে খেজুর গাছ কাটা এবং তার রস কিভাবে মানবজীবনের রোমান্টিক রসে জুড়ে যায় তারই গল্প। শক্ত-সমর্থ মোতালেফ খেজুর গাছ কাটে, তার স্ত্রী মৃত। খুবসুরৎ ফুলবানুকে তার পছন্দ, কিন্ত তার পিতা অনেক টাকা দাবি করায় সে তাকে বিয়ে করতে পারেনা কিন্তু কৌশলে সে বিয়ে করে গাছি মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজুখাতুনকে। মাজুখাতুনের তৈরি গুড় বিক্রি করে মোতালেব এক বছরে অনেক টাকা উপার্জন করে। ফুলবানুর রুপ থাকলেও গুন নেই। এই গল্পের রুপের সঙ্গে গুনের সংঘাত দেখা যায়। ফুলবানু ও মাজুখাতুন এর জন্য মোতালেফের হৃদয় মধ্যে দ্বন্দ্ব এই গল্পে প্রকাশিত।

'সেতার' গল্পে যক্ষা রোগগ্রস্থ স্বামীর চিকিৎসার জন্য স্ত্রী সংগীত চর্চার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে থাকে, কিন্ত যখন সে বড় অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ পায় তখন তার স্বামী সুস্থ হয়ে যায় এবং তার স্ত্রীর আর সংগীতের আসরে যাওয়া হয়না।

'দোলা' গল্পটি প্রাপ্তিহীন পরিণতির গল্প।

১৪.২.৩ : নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮ – ১৯৭০)

মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে চল্লিশের দশকে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা, গ্রামের শূন্যতা, শহরে খাবারের জন্য পথকুকুর এর সঙ্গে অংশভাগী, এইসব ছবি পাওয়া যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন', 'পুষ্করা', 'ভাঙা চশমা', এসব গল্পে। হিংস্র পরিবেশ ও হিংস্র কুটিল মানুষের সমন্বয় দেখা যায় যে সব গল্পে তা হল 'বীতংস', 'জান্তব', 'হাড়' 'টোপ', 'বনতুলসী', 'বন্যজোৎস্না' প্রভৃতি গল্পে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বীতংস' এটি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। গল্পের নায়ক সুন্দরলাল আসামের চা বাগানের কুলি সংগ্রহকারী দালাল। সেই কারণে সে সন্ন্যাসীবেশে সাঁওতাল পরগনায় যায় কিন্ত সে গেরুয়াবসনধারী নয় তবে কয়েকটি বিষয়ে তার অদ্ভুত দক্ষতা। সে জানে হাত দেখতে,

শিকড় বাকড় দিয়ে কঠিন রোগ নিরাময় করতে পারে, সুর করে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়তে পারে এবং এসব কারণের জন্য দু'মাসের মধ্যেই সে মহাপুরুষ হয়ে যায় সাঁওতালদের কাছে। বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে মড়কের ভয় দেখিয়ে সুন্দরলাল তাদের নিয়ে গেল আসামের চা বাগানে কিন্ত ঝরু সাঁওতালের মেয়ে বুধনীর প্রতি তার দুর্বলতা আছে। তাকে সে চা বাগানের কুলী করতে চায় না। করতে চায় না অদ্ভুত ঘটনার এই গল্পে বীভৎস রসের উপস্থিতি দেখা যায়। 'কান্ডারী' গল্পে আটচল্লিশ বছরের অখিল ও তেইশ বছরের সুশ্রী অলকার দাম্পত্য জীবন তার জ্ঞাতি ভাই প্রতাপ ও অলকাকে নিয়ে অখিল এর নানা চিন্তা এই সব দিক উঠে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি লিখেছেন- 'একটি শত্রুর কাহিনী', 'পলাতক ', 'ইতিহাস'।

১৪.২.৪ : সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০ – ১৯৮৪)

তিনি হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ অনুভবকে প্রকাশ করেছেন স্বতন্ত্র্যভাবে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব 'শ্রেষ্ঠগল্প' নিয়ে। তাঁর গল্প গ্রন্থ্ গুলি হল-

'শুকসারি', 'পরমায়ু', 'চীনে মাটি', 'কড়িরঝাঁপি', 'চিররুপা', 'কুসুমের মাস','মুখের রেখা' প্রভৃতি।

'যাদুঘর' গল্পে 'যাদুঘরের সামগ্রীর মতো নির্বাহী অসীম সহনশীল এক মহিলার কাহিনি শুনে চিকিৎসা করতে আসা নিউমোনিয়া রোগি অনন্ত তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় কলকাতা নিয়ে যাবে। বর্তমানের জটিলতা ও কঠিন জীবন সংগ্রামে পুরনো মূল্যবোধ, সতীত্ব, দেহের পবিত্রতা রক্ষা এসব কানাকড়ি অপেক্ষা বেশি নয়। এই নিয়ে 'কানাকড়ি' গল্পটি লিখিত। 'দুটি ঘর' এমন একটি গল্প যেখানে নারীর স্বামী থাকা সত্ত্বেও দেহ বিক্রি করে আর যে নারী রেডিওতে জলসায় অর্থোপার্জন করে তার সংসার চালিয়ে যায়। তার মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা তা দেখানো হয়েছে। লিলি উপলব্ধি করেছে- " শরীর দিয়ে বউটির হয়তো কিছু বেচেছে কিন্তু আমি যে আমার

সব বিকিয়ে দিলুম,দেব, দিচ্ছি। ওরা খারাপ বটে কিন্ত আমরাও তো ভালো নই। জাতে একই বরং জানলার পাল্লা দুটো ঠেলে দাও একেবারে খুলে যাক, একাকার হোক।”

‘শোক’ গল্পে মৃত স্বামীর বন্ধু সিতেশ ঠাকুরপোর মৃত্যুতে সত্তরে উপনীতা বৃদ্ধা অনুভব করে - “আমিও যাব, তাই কাঁদছি। আমি মরলে তো কেউ কাঁদবে না তাই নিজের মনের কান্না নিজেদের আছি নিজেই কেঁদে রাখি।” সন্তোষ কুমার ঘোষের গল্প সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন – “ সুনিপুণ তাঁর কলম, দৃঢ় অকম্পিত স্মিতবাক সে কলমের মুখে সুক্ষ্ম তীব্র জ্বালাই বেশি বলে যদি মনে হয় তাহলে সে তাঁর কলমে দোষ নয়। দোষ বর্তমানকাল ও রুগ্ন ক্ষতবিক্ষত রাষ্ট্র ও সমাজদেহের, যেখানে সমবেদনা ও করুণার হাত বুলোতে গেলেও শুধু ব্যাথাই বাজে।”

১৪.২.৫ : আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯ – ১৯৯৭)

দীর্ঘদিন শিশু সাহিত্যে সাধনা করলেও ছোটগল্পে তাঁর আবির্ভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ায়। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম ছোটগল্প – ‘পত্নী ও প্রেয়সী’। তাঁর গল্পের পটভূমি বাস্তব জীবনের স্বামী স্ত্রী, শাশুড়ি পুত্রবধূ, শ্বশুর পুত্রবধূ, দেওর বৌদি প্রভৃতি সম্পর্কে সংঘাত, বনিবনায় অভাব, গৃহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি। তিনি নারী বিদ্রোহ যেমন দেখিয়েছেন তেমনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

‘পাকা ঘর’ গল্পে ছেলের টাকা চুরি করে পিতা নেশা ভাং করে, শংকর পিতা কে অপমান করে কিন্ত তার মা স্বামীর সাথে দেশের বাড়ি চলে যায়।‘আত্মহত্যা’ গল্পে অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যার গল্প।

‘ক্ষণ-গোধূলি’, ‘কঙ্কন’, ‘রানু’ প্রভৃতি গল্পে পূর্বরাগ, বিবাহের পরে নারীর মনে পূর্ব প্রেমের স্মৃতি উদ্ভাবন প্রভৃতি কথা আছে। আশাপূর্ণা দেবীর অধিকাংশ ছোট গল্প আয়তনে ছোট। অতিকথন বর্ণনার বাহুল্য নেই, সংলাপধর্মী গল্পগুলি আঙ্গিকগত দিক থেকেও সার্থকতা লাভ করেছে।

১৪.২.৬ : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২ – ১৯৮৩)

বাংলা সাহিত্যের প্রশংসিত লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী। মানুষের মনের গভীরে জটিলতা, আদিম প্রবৃত্তি, তার গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে। ঢাকার 'বাংলা বাণী', 'সোনার বাংলা', কলকাতার 'নবশক্তি', 'পূর্বাশা', 'চতুরঙ্গ', 'পরিচয়', 'দেশ', 'যুগান্তর', 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তিনি গল্প লিখেছেন, তার গল্পে নারীর রূপ বর্ণনায় প্রকৃতির প্রাধান্য দেখা যায়।

তাঁর সৌন্দর্য চেতনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'গিরগিটি' গল্পটি। এই গল্পে বুড়ো, ভাড়াটে বৌটির স্নানের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ। নির্জন কুয়াতলায় গাছ-গাছালি, পোকামাকড় কাক ফড়িং মায়ার সৌন্দর্য দেখে। - " ওরা রোজ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে, হ্যাঁ সহস্র পাতার চোখ মেলে এ বাড়ির নিম গাছ, রোদ কী জল ঠেকাতে বড়ো বড়ো ছাতা মাথায় ওধারের পেঁপে গাছ গুলো,এ পাশের কচি পেয়ারা গাছটা, ওদিকের পাঁচিলের মাথায় কাকগুলো পর্যন্ত ইটের পাঁজা ছেড়ে লাল ফড়িং দুটো উড়ে এসে ঘুরে ঘুরে মায়ার ভিজে চুল দেখে, নাভি দেখে..."।

'চোর' গল্পে অর্থনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে মানুষের চরিত্র কিভাবে পরিবর্তন হয় তা দেখা যায়। নিম্নবিত্ত- উচ্চবিত্তের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট এই গল্পে। লেখকের তীক্ষ্ণ সমাজ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৪.২.৭ : সমরেশ বসু (১৯২৪ – ১৯৮৮)

বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাবনায় সমরেশ বসু স্বতন্ত্র্য শিল্পী। তাঁর গল্পে যৌবন ও নারীত্বের কথা উঠে এসেছে। সমাজের নিচুতলার মানুষ, তাদের কথ্যভাষা, তার গল্পে স্থান পেয়েছে। তার উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল – 'অকাল বসন্ত','আদাব', 'ছেঁড়া তমসুক', 'কিমলিশ', 'ষষ্ঠ ঋতু', 'যৌবন', 'ধর্ষিতা', 'রজকিনী প্রেম'।

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকে কেন্দ্র করে রচিত 'আদাব' গল্পটি। একজন সূতা মজুর ও নায়ের মাঝির গল্প। শেষ পর্যন্ত নায়ের মাঝি মারা যায়। 'কিমলিশ' গল্পে

কারখানার শ্রমিকের ব্যস্ত জীবন, গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বেচনের চরিত্রের বিবর্তন, সে জেল ফেরত চরিত্র। 'সাধ' গল্পটি রিক্সাওয়ালার গল্প।সে একটি কিন্ডারগার্ডেন স্কুলে রিকশা চালায়, তার মেয়েকে বিত্তবান বলে পরিচয় দিয়ে সেই স্কুলে ভর্তি করায়, রিক্সাওয়ালাকে তার মেয়ে দাদা বলে ডাকে কিন্ত বেশিদিন তার মেয়ে এটা মেনে নেয়না,প্রতিবাদ করে।

১৪.২.৮ : বিমল কর (১৯২১ – ২০০৩)

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনায় বিমল করের পদার্পন বিংশ দশকের চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। ছোটগল্প রচনায় তিনি এক নতুন রীতির প্রবর্তক। তার গল্প যেন ছবি দিয়ে সাজানো। তার উল্লেখযোগ্য গল্প গুলি হল- 'আত্মজা', 'নিষাদ', 'জননী', 'মানবপুত্র','উদ্ভিদ', 'বরফ সাহেবের মেয়ে', 'ইঁদুর' ইত্যাদি।

'জননী' গল্পে মাতৃবিয়োগের পর তার পাঁচ সন্তান মা কে কি দেওয়া যায় তারই পাঁচটি অর্ঘ নিবেদন এই গল্পের বিষয়। চরিত্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত অনুভূতি, আত্মিক প্রশ্ন এই সব দেখা যায়। 'নিষাদ' গল্পে জলকুর প্রিয় ছাগলছানা রেললাইনে কাটা পড়ায় আক্রোশে রেললাইনের ধারে ঢিল ছুঁড়ে আঘাত করতে গিয়ে সেও মরে যায়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (মায়াবী নিষাদ) বিমল করের প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন-

"বিমল কর জীবনের সর্বত্র নিয়মিত অমোঘতাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন,মৃত্যু চিন্তায় বিক্ষুব্ধ হয়েছেন ব্যাক্তি মানুষটি,বিষন্নতা আচ্ছন্ন করেছে তাঁকে।এ চিন্তা সব মানুষেরই, এ বোধ সকলের মধ্যে অল্পবিস্তর রয়েছে।তবু কোনো কোনো মানুষ অনুভূতি যাদের মধ্যে প্রবল,যারা সহজে প্রতিক্রিয়ায় আহত হন- তাঁরা আক্রান্ত হন আরও বেশি। বিষাদরাগ সারাজীবন তাদের সঙ্গী হয়ে থাকে।বিমল করের এতকালের সব লেখার মধ্যেই কোনও না কোনো ভাবে এই অনুভূতিগুলোই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। সমাধান কিংবা সান্ত্বনা কোনোটাই তাঁর লেখায় ছিল না। নিজের অন্তরের যন্ত্রণাকে তিনি নির্মম ভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন। ঈশ্বর কিংবা প্রেম – কোনোটাকেই তিনি এই যন্ত্রণার প্রলেপ হিসেবে ব্যবহার করেননি। তাঁর প্রেমের গল্পেও বিষন্নতা, তাঁর ঈশ্বর

প্রসঙ্গেও অবিশ্বাস। কোনোটাকেই তিনি ঢেকে রাখেননি। কিন্তু সম্ভবত চল্লিশের পর বিমল কর আত্মস্থ একটি মগ্নতাকেই চেষ্টা করেছিলেন আবিষ্কার করতে।নিজের অন্তরকে উন্মোচন করে সম্ভবত তিনি এক উদ্দেশ্যহীন নিয়তি – নির্দিষ্ট শূন্যতাকে অনুভব করেছিলেন ব্যক্তি জগৎ ও জীবনে। অথচ শূন্যবাদ কিংবা দুঃখবাদ বোধ হয় কোনোদিনই তাঁর অভিপ্রেত ছিল না।কেননা এই বোধ তাকে আবাল্য কষ্ট দিয়েছে, হরণ করেছে জীবনী শক্তি,খ্যাতি, ও প্রতিষ্ঠার মধ্যাহ্নেও সঞ্চার করেছে ক্লান্তি ও অবসাদ।”

বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরের এইসব গল্পকার দের গল্প বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে।এই সময় পর্বের গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের এক অসামান্য সৃষ্টি।

১৪.৩ : প্রশ্নোত্তর

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পরর্বতী কয়েকজন গল্পকারের নাম লেখ?

উ : সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর প্রমুখ।

২. ‘ফসিল’ কার লেখা?

উ: সুবোধ ঘোষের।

৩.নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দুটি ছোটগল্পের নাম লেখ?

উ: ‘পালঙ্ক', ‘কাঠগোলাপ’।

৪. ‘বীতংস’ গল্পটি কার লেখা?

উ: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের।

৫. ‘আদাব’ গল্পের পটভূমি কি?

উ: সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

৬.বিমল করের তিনটি ছোটগল্পের নাম লেখ?

উ: 'আত্মজা', 'জননী', ' নিষাদ'।

১৪.৪ : আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কয়েকজন গল্পকারের নাম ও তাদের গল্পের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

১৪.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

১.'বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প' – ড: সরোজমোহন মিত্র।